cvK-cv_wgK wkÿvµg

RvZxq wkÿvµg I cvV¨c~¯ÍK †evW

Rb 2011

mnvqZvq: BDwb‡md

cvK-cv_wgK wkÿvµg

RvZxq wkÿvµg I cvV¨c¯ÍK †ewW, XvKv

cvK-cv_wgK wkÿvµg Dbqb: IqwKs KwgwU

১. প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

২. প্রফেসর এ কে এম দিদার, সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৩. প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, এডুকেশন কোয়ালিটি টেকনিক্যাল এডভাইজার, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৪. শফিক আহমেদ শিবলী, উপসচিব, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৫. ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রধান সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬. সৈয়দ মাহফুজ আলী, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৭. মোখলেস-উর রহমান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৮. মোঃ মুরশীদ আকতার, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৯. আবু হেনা মাশুকুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১০. রোখসানা পারভীন, গবেষণা কর্মকর্তা, ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১১. ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তাফা, এডভাইজার-ইসিডি, আগা খান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ইসিডি বিশেষজ্ঞ, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

১২. ম. হাবিবুর রহমান, এডুকেশন এডভাইজার, সেভ দ্য চিল্ড্রেন

১৩. লায়লা ফারহানা আপনান বানু, শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

১৪. ইকবাল হোসেন, শিক্ষা কর্মকর্তা - আরলি লারনিং, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

gLeÜ

c‡dmi †gv: †gv¯Í dv KvgvjDwÏb
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

mwPcÎ

welq	cô
১. ভূমিকা	০৫
২. লক্ষ্য	০৭
৩. উদ্দেশ্য	০৭
৪. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ	০৮
৫. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	১১
৬. শিক্ষাক্রমে বিকাশ ও শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রভাব এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের বৈশিষ্ট্য	১২
৭. বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র	১৭
৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স	১৯
৯. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল দিকসমূহ	৪৫
১০. শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা	৪৯
১১. মূল্যায়ন নির্দেশনা	৫৬
১২. শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ	৬৩
১৩. পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণ	৬৯
১৪. একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা	৭৩
১৫. নির্ঘণ্ট	৮৩
১৬. গ্রন্থপঞ্জী/রেফারেন্স	৮৪
১৭. সংশ্লিষ্ট কমিটি	৯০

1. f‚gKv

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার একটি বিস্তৃত পরিসরের সূচনার অংশ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। যদিও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও পরিধি শুধু এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু জন্মের পর প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা, অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে তা তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তি ধাপে পৌঁছায়। প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর এ পরিবর্তনের হার অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শিশু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে উঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০, আজীবন শিখন ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুপারিশ করেছে। শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করে শিশুর প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই শিক্ষাক্রম হবে:

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন;
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়েছে। কৌশল হিসেবে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষণীয় উপকরণ, হাতের কাজ, ছড়া, গল্প, গান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে যত্ন, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

তারও পূর্বে ২০০৮ সালে অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি, আওতা ও মানের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত কর্মকা-, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো সামগ্রি, শিক্ষা উপকরণ ও সেই সাথে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মসূচি পরিচালনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে প্রবেশের আগে অত্যাবশ্যকভাবে শিশুর যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, সেটি পূরণের লক্ষ্যেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুপারিশ করা হয়েছে মর্মে পরিচালন কাঠামোতে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১০ এ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আশির দশক থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বের সংগে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। জাতীয়ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশনা না থাকায় বিচ্ছিন্নভাবে নানা প্রতিষ্ঠান বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্নভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করে আসছে। নিজ নিজ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার, অবস্থান, গুরুত্ব, কর্ম এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে যেসব শিক্ষা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এর উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো সামগ্রি ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ফলে নীতিগতভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তনের পর একটি সর্বজনগ্রাহ্য, মানসম্পন্ন ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো ২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব বিভাজনপূর্বক একটি সাংগঠনিক রূপরেখা প্রণয়ন করে। রূপরেখা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটি এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতি-কাঠামো, সরকারি-বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাক্রম, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতি ও দলিল, বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটির নিকট হস্তান্তর করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইতোপূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের জন্য শিখন-সামগ্রী প্রণয়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, অনুমোদিত শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুসরণে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই খসড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমটি প্রণয়ন করে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয় ও দলিলসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো ২০০৮
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের রূপরেখা
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান (Early Learning and Development Standards)
- অর্ন্তবর্তীকালীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কতৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম
- বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাক্রমের রূপরেখা
- শিখন-শেখানোর বিভিন্ন তত্ত্ব ও কৌশল
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা

(বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

2. j¶¨

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো ।

3. D‡Ïk¨

ক) আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

খ) †শখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা;

গ) শিশুর সৌন্দর্য, নান্দনিকতাবোধ ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশে সহায়তা করা;

ঘ) শিশুকে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা;

ঙ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত করা;

চ) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি বিকাশে সহায়তা করা;

ছ) শিশুর স্থূল ও সূক্ষ্মপেশী তথা চলনশক্তির বিকাশে সহায়তা করা;

জ) স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা;

ঝ) শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা;

ঞ) প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা;

ট) পরিবেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারণ ও ফলাফল সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়তা করা;

ঠ) শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে সহায়তা করা;

ড) শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা এবং নিজের কাজ নিজে করতে উদ্বুদ্ধ করা;

ঢ) আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা;

ণ) শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভাগাভাগি করতে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা;

ত) শিশুকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী করে তোলা ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করা;

থ) শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা ।

4. wk¶vµg cYq‡b gj bxwZmgn (**Core principles of curriculum development**)

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা তার পরিবার, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শেখার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বুঝে এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, বিস্তরণ, বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হবে এবং সকল কার্যক্রমে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। তবেই শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি ও বিশ্বাসসমূহকে মূলনীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

4.1 wkï‡Kw›`KZv (**Child centeredness**)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম মূলনীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার ক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ - এই তিনটি পর্যায়েই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে ও একটি সমৃদ্ধ জীবন যাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু আজীবন শিখনের (Life-long learning) জন্য প্রস্তুত হয়।

4.2 mwµq wkLb (**Children as active learner**)

শিশুরা সহজাতভাবেই জন্ম থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখে। জন্ম থেকে প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বড় হয়, সেখানে তার সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে শিশুর বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশ-সংশ্লিষ্ট চাহিদা সম্পর্কে জানা যায়। চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানবার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সহজাত মানসিকতার কারণে শিশুর প্রথম চাহিদা হচ্ছে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ। কেননা শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী। আর তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া যেহেতু বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় সেহেতু সকল পর্যায়ে তার সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টিই শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র ।

4.3 cwiev‡ii m¤ú³Zv (**Family involvement**)

পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর গড়ে উঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ মাতাপিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মাতাপিতার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের উপর প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে রয়েছে শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাতাপিতা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে

বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

4.4 ¯‹j - mwµq mvgwRK cwZôvb (**School as responsive social institute**)

বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং এটি পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে স্কুলকে এমন কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয় যা শিশুর জানার আগ্রহে উদ্দীপনা দিতে, নতুন পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াতে ও শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ তথা সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সাথে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা;
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

এক্ষেত্রে স্কুলকে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুর প্রস্তুতির সংগে যেহেতু পরিবার ও স্কুলের প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেহেতু শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্কুলের ভূমিকা গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হয়েছে।

4.5 GKxfZZv (**Inclusiveness**)

এক্ষেত্রে একীভূততা মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে এবং মেনে নিয়ে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা জরুরি। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় এবং শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা ও শিখন উপায়ের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যেন সকল শিশুর শেখার আগ্রহ বজায় থাকে এবং শিখন চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকে। তাই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে স্কুল ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে একীভূততাকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

4.6 †`kxq ms¯‹Z, Kwó I HwZnïwbfi wkLb (**Local culture and heritage**)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংগে পরিচয় করিয়ে নিজের স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে, স্কুলে এবং সমাজে সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষাপরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিনির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

4.7 m¤úK (**Relationship**)

শিশুর বিকাশ ও শেখা বহুগুণে বেড়ে যায় যদি তার সংগে অন্য শিশুর, শিক্ষকের কিংবা বড়দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার যখন পরিবারের সদস্য কিংবা সমাজের প্রতিনিধিদের সংগে শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন

সার্বিকভাবে একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উদ্যোগের মানও বেড়ে যায় অনেকাংশে। সম্পর্ক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরবর্তিতে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ধাপে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

4.8 cwicwkK cwi‡ek (**Immediate environment**)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে প্রভাবিত করে। তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি-নির্দেশনাকে প্রভাবিত করে। আবার সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মাতাপিতার প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নিকট পরিবেশ ও চারপাশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য।

4.9 cwi‡ek evÜeZv (**Environment friendliness**)

প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দর্শনের বিচ্যুতি পুরো পৃথিবীকে মহা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর তার শিকার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিতরা। একটি পরিবেশ বান্ধব প্রজন্ম এই বিপর্যয় ঠেকাতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই ধারণার লালন শুরু করতে হবে জীবনের শুরু থেকেই। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে পরিবেশ বান্ধবতার বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সকল ধাপে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

5. cvK-cv_wgK wk¶vµg Ges gj¨‡eva I ^bwZKZv

মেধা, মনন, কর্মক্ষমতায় সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। মূল্যবোধ হলো কোনো বিষয়ের উপর ব্যক্তির ভেতর গভীরভাবে জন্ম নেওয়া বিশ্বাস যা ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। যুক্তি ও আবেগ উভয়ই মূল্যবোধের উপাদান। যে কোনো সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সেই সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকা-ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগরণে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের উপযুক্ত সময় শৈশবকাল। জন্মের পর শিশুর বহুমুখী বিকাশ সংঘটিত হয়। মূল্যবোধ শিশুর ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিশ্বাসের অপেক্ষাকৃত স্থায়ি একটি ভিত্তি প্রস্তুতিতে সাহায্য করে থাকে। কাজেই শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করতে পারলে বড় হয়েও তার জানা বোধগুলি তাকে অনেক অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। শিশুর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা তার নৈতিকতা বিকাশে সহায়ক। শিশুর চারপাশের ব্যক্তিবর্গ যেমন পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য সদস্যদের সাহচর্য ও তাদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমসাময়িক সমাজে পরিবারের পাশাপাশি শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশে পরিবার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের ভূমিকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্রমেও বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে বিষয়ভিত্তিকভাবে না দেখে শিখনের পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের যেন এ বোধ জাগ্রত করা যায় তা নিশ্চিত করা জরুরি। একারণেই শিক্ষাক্রমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশে নির্দিষ্ট শিখনফল রাখার পাশাপাশি যেন অন্যান্য শিখনফলসমূহ অর্জনের প্রক্রিয়াতেও বিষয়টি বিস্তৃত থাকে তা গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের যে দিকগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো gw³h‡×i †PZbv, †`k‡cg, mvg¨, ggZv, k×v‡eva, AvZ¥bfikxjZv, åvZZ‡eva, mZZv, wkóvPvi, agxq gj¨‡eva, cvi¯úwiK mg‡SvZv I mn‡hvwMZv, mngvgZv, `vwqZkxjZv I ksLjv‡eva|

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিতব্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি শিশুর পরবর্তী জীবনাদর্শ তৈরিতে সহায়তা কররে এবং দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়ে কোমলমতি শিশুদের মনে গভীর মমতা তৈরি করবে।

6. wkÿv µ‡g weKvk I wkLb m¤úwKZ Z‡Ëi cfve Ges wkïi weKvk I wkL‡bi ˆewkó¨

শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, ধরন ও এর বিভিন্ন উপাদানের উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি সর্বজনবিদিত রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম। বিকাশ ও শিখনের গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং বিকাশ ও শিখন-তত্ত্বের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা ধারণার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা যায়না। কেননা বিকাশ ও শিখনের ধারণাগত পরিসর অনেক ব্যাপক এবং তত্ত্বসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও পূর্ববর্তি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দিক নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব নেই বরং অনেক ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে তত্ত্বসমূহ বিকাশ ও শিখনের ধারণার ভিত্তিকে মজবুত করে। তাছাড়া জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তত্ত্বসমূহের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

বর্ণিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়াতেও বিকাশ ও শিখন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের প্রভাব গভীরভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রণীত শিক্ষাক্রমটি মূলত যেসব তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো। পাশাপাশি গবেষণা ও তাত্ত্বিক রূপরেখার আলোকে শিশুর বিকাশ ও শিখন প্রক্রিয়ার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, ধারণা, পদ্ধতি ও ধাপসমূহ এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় বিবেচনা করা হয়েছে তাও আলাদাভাবে বিবৃত করা হলো।

6.1 wkÿv µ‡g weKvk I wkLb m¤úwKZ Z‡Ëi cfve

শিশুর বিকাশ ও শিখন প্রক্রিয়ায় বংশগতির প্রভাবের তীব্রতা এবং বয়সের সংগে সংগে স্বয়ংক্রীয়ভাবে তার পরিণত হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত গেসেল এর Maturationist theory ধারণা পুরোনো হলেও শিশুর বিকাশ ও শিখনের ক্ষেত্রে তার বয়সের গুরুত্ব অন্য সব তত্ত্বের মতো এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নেও বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও গেসেলের তত্ত্বে শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাকে গৌণ হিসেবে ধরা হয়েছে, কিন্তু Behaviourist theory এর প্রণেতারা (Skinner, Watson, Bandura) শিশুর পারিপার্শিক পরিবেশে ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বিকাশকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। পরিবেশকে গুরুত্ব দিলেও শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে একান্তই ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীন মনে করে পিয়াঁজে এর Cognitive-developmental theory শিশুর বিকাশ ও শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে। এই তত্ত্ব শিশুর ইতোমধ্যে অর্জিত ধারণা পরবর্তি ধাপে ব্যবহার করা (Assimilation) এবং অর্জিত ধারণা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নতুন ধারণা তৈরি করা (Accommodation) সম্পর্কিত যে তথ্য আমাদের দেয় তা এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে। Piaget ও Bandura এর তত্ত্বে পরিবেশ ও শিশুর অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বর্ণিত হলেও শিশুর বিকাশ ও শিখনে তার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের সরাসরি ভূমিকাকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হয়নি। যদিও Bandura শিশুর অনুকরণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে তার সামনে মডেল হিসেবে উপস্থাপন (Modelling) এবং একই বিষয় বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তির (Reinforcement) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যা এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নেও বিবেচনা করা হয়েছে। তথাপি শিশুর বিকাশ ও শিখনে তার পারিপর্শিক

পরিবেশ ও যত্নকারীর সরাসরি ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে এই শিক্ষাক্রমকে প্রভাবিত করেছে। আর এভাবেই Vygotsky এর Sociocultural theory এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে। শিশুকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা, তার চিন্তা বা জানার মাত্রাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড়দের ধারাবাহিক সহায়তা (Scaffolding) শিশুর বিকাশ ও শিখনকে ত্বরান্বিত করে। Sociocultural theory এর মাধ্যমে Vygotsky'র এই ধারণা শিক্ষাক্রমের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। সর্বোপরি শিশুর বিকাশ ও শিখনকে শুধু তার পারিপার্শ্বিকতা যেমন শুধু বাড়ি কিংবা বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের অংশ হিসেবে দেখা সংক্রান্ত Bronfenbrenner এর Ecological systems theoryও এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছে। যে কারণেই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বাড়ি, বিদ্যালয়, সমাজ এবং বৃহত্তর সিস্টেমের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত তত্ত্বসমূহ ছাড়াও শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে কিছু বিষয় বা নীতির উপর গুরুত্ব দেয়ার কারণে আরো কিছু তত্ত্বের দ্বারা এই শিক্ষাক্রম প্রভাবিত হয়েছে যার মধ্যে Schema theory (R.C. Anderson) , Psychoanalytic theory (Freud, Erikson) Ges Community of practice (Barbara Rogoff) Ab¨Zg। প্রণিত শিক্ষাক্রমে শিশুর বিকাশ ও শিখনের জন্য বিভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণকে আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনায় নিয়ে শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও সার্বিকভাবে শিশুর জ্ঞান বা ধারণার একটি সাধারণ ভিত্তি তৈরি করে তার অর্জিত দক্ষতা ও আচরণের সামষ্টিক চর্চা ও প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা Schema theory দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে মূলনীতি হিসেবে কিছু গভীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় মূল্যবোধ চর্চায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে। সুস্থির আবেগিক বিকাশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগিক বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশের চাপ বা চাহিদা যখন দ্বন্দ্ব (Conflict) তৈরি করে তখন তা দীর্ঘমেয়াদি বা গভীর বিশ্বাস গঠনে বাঁধা তৈরি করে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যা Erikson এর Psychoanalytic theory দ্বারা প্রভাবিত। এই শিক্ষাক্রমটি বাস্তবায়নে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজে স্থানীয় খেলা, সাংস্কৃতিক কর্মকা- ও উপকরণ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা Barbara Rogoff এর 'Community of practice' তত্ত্বের মূলকথা - "শিশু তার পরিচিত অঙ্গন থেকে শিক্ষালাভ করে" এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিভিন্ন শিখনতত্ত্বের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে উত্তর আধুনিক (Post Modern) মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। উত্তর আধুনিক মতবাদ মুক্ত দৃষ্টিতে শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি শিশুর প্রকৃতি, প্রেক্ষাপট, শিখন-বৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়। তাই অত্যন্ত সহজাত এবং আবশ্যকীয়ভাবেই এক্ষেত্রে উত্তর আধুনিক মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।

6.2 wkïi weKvk I wkL‡bi ˆewkó¨

উপরোক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে শিশুর বিকাশ ও শিখনের কিছু সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে নিম্নে তা আলোচিত হলো ।

6.2.1 Kx fv‡e wkï i weKvk N‡U?

শিশুর বিকাশ হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক, অব্যাহত ও সমষ্টিগত প্রক্রিয়া । জন্মগতভাবে মানবশরীর তার ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে চারপাশ থেকে নতুন কিছু গ্রহণ ও অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত থাকে । ফলে মস্তিষ্ক ও শরীর ক্রমাগত পরিণত হতে থাকে । চারপাশের পরিবেশ ও যত্নকারীর সাথে ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারে ক্রমশ দক্ষ হয়ে গড়ে উঠার প্রক্রিয়াই মূলত বিকাশ । তাই শিশু তার যত্নকারী ও চারপাশের পরিবেশ থেকে বয়স উপযোগী পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নের মাধ্যমে উদ্দীপনা পেলে তার সামগ্রিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয় । শিশুর সুষম ও সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে বিভিন্ন উপায়ে, তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারের সুযোগ রেখে তার সংগে পারস্পরিক ক্রিয়া করা প্রয়োজন । এক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং শিশুদের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য বিবেচনা করে যথেষ্ঠ নমনীয় উপায়ে শিশুর সংগে পারস্পরিক যোগাযোগ করার নির্দেশনা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিশ্চিত করা জরুরি । একটি কঠোর রুটিন অনুসরণ না করে শিশুদের শেখার কর্মকা- যেন তার শিখন-অভিজ্ঞতা ও চাহিদার ভিত্তিতে বিকাশের স্তর অনুযায়ী পরিচালনা করা যায় এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য । এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিকাশের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে ।

- একটি শিশু অপর শিশু থেকে ভিন্ন গতিতে বিকশিত হয় এবং তাদের আগ্রহ ও ক্ষমতা ভিন্ন হয় । শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করতে হলে অবশ্যই প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব বিকাশের ধরন বুঝতে এবং গুরুত্ব দিতে হবে ।
- বংশগত বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও শিক্ষা - এই তিনটি নিয়ামক দ্বারা শিশুর বিকাশ প্রভাবান্বিত হয় । বংশগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন সাধন করা যায় না, তবে অন্য দুটি নিয়ামকই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং এজন্য পরিবার, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন যা শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করবে ।
- বৃদ্ধির হার ও বিকাশের মাত্রা বিভিন্ন হলেও সকল শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একই নিয়মে ঘটে । শিশুর বিকাশের এই প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন বয়সে বিকাশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবশ্যই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যাতে শিশুর চাহিদা আনুযায়ী শিখন-উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করা যায় ।
- শিশুর বিকাশ একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া । শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ তার বয়সের সাথে সম্পর্কিত । তথাপি, বিকাশের মাত্রা যেহেতু শিশুভেদে বিভিন্ন হয়, সেহেতু শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করে । তবে বিকাশের যথাযথ সুযোগ পেলে শিশুর কৌতূহল, আগ্রহ ও শিখনদক্ষতা প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে । সুতরাং বয়সের সাথে সাথে শিশুর বিকাশের মাইলফলকগুলো একই হলেও ভিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এগুলো অর্জন করতে পারে ।
- সমাজের চাহিদা, পিতামাতার প্রত্যাশা ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে । এই পার্থক্য একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারলে, প্রারম্ভিক শিক্ষা শিশুর বিকাশে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ।

6.2.2 wkï Kxfv‡e †k‡L?

শিশু তখনই সবচেয়ে বেশি শেখে যখন সে আগ্রহ নিয়ে কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শিখনের মূল ভিত্তি। কোনো ধারণা বা তথ্য যখন শিশুর পূর্ববর্তী অর্জিত জ্ঞান বা ধারণার ভিত্তিতে তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়, তখনই শিশু তার শিখনের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করে। শিশুরা সমন্বিতভাবে শেখে এবং তারা তাদের শিখনকে কোনো বিষয় বা শাখায় বিভক্ত করে না। যে কারণে খেলা হচ্ছে শিশুর শেখার অন্যতম মাধ্যম। শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। প্রত্যেক শিশুরই শেখার ধরনের একটা নিজস্বতা থাকে। তবে কোনো শিশুই একভাবে শেখে না। শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে তা হলো:

- দেখে
- গন্ধ নিয়ে
- কল্পনা করে
- তুলনা করে
- অংশগ্রহণ করে
- দলে কাজ করে
- গল্পের মাধ্যমে
- বই পড়ে
- পর্যবেক্ষণ করে
- শুনে
- অনুভব করে
- একাকী চিন্তা করে
- নির্দেশনা থেকে
- গান করে
- অনুসন্ধান করে
- নাচের মাধ্যমে
- শুনে
- অনুকরণ করে
- স্বাদ নিয়ে
- উপলব্ধি করে
- প্রশ্ন করে
- নাড়াচাড়া করে
- ছড়ার মাধ্যমে
- গন্ধ নিয়ে
- বার বার চেষ্টা করে
- অভিনয়ের মাধ্যমে
- উপলব্ধি করে

শিশুর শেখার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র হচ্ছে:

- শিশু করতে করতে এবং খেলতে খেলতে শেখে;
- আগ্রহ হলো শিখনের মূল চালিকাশক্তি;
- খেলা হলো সুখকর শিখন-অভিজ্ঞতা;
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন কাজ হলো শিখনের মাধ্যম;
- পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা ও কল্পনা হলো শেখার কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

শিশুর শেখার এই উপায় ও মুলমন্ত্রসমূহ মনে রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

- কোনো কিছু অর্জনের অভিজ্ঞতা শিশুর পরবর্তী শিখনকে মজবুত ও ত্বরান্বিত করে।

- শিশুরা সক্রিয় শিক্ষার্থী, তারা সবসময় কৌতূহলী ও অনুসন্ধানে আগ্রহী। যথোপযুক্ত উপকরণ ও বড়দের সহায়তা পেলে শিশুরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে শেখে ও জ্ঞানার্জন করে। একটি নিরাপদ, আরামদায়ক, উপভোগ্য ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে শিশুরা দ্রুত শেখে।
- শিশুর শিখন তার বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু বিকাশের যে স্তরে রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা দিলে শিশুর শিখন ত্বরান্বিত হয়। তার সক্ষমতার বাইরের কোনো কিছু সে শিখতে পারে না।
- শিশুরা তাদের জীবন অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শেখে। খেলার মাধ্যমে তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, আনন্দের সাথে ও স্বতস্ফূর্তভাবে শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়।

7. weKv‡ki †ÿÎ I wkLb‡ÿÎ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি ও কারিগরি সংস্থা/ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে খসড়া Early Learning and Development Standards (ELDS) বা প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান প্রণয়ন করা হয়েছে। ELDS হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ০ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য তার বয়সের বিভিন্ন ধাপে বিকাশের অর্জনযোগ্য জ্ঞান, আচরণ ও দক্ষতার প্রমিতমান যা একটি নিবিড় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে উন্নয়ন করা হয়েছে। ০-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যে কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং শিশুর বিকাশ বা শিখনের অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে ELDS একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি দলিল। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রূপরেখা এবং এ সংক্রান্ত নীতিনির্দেশনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ELDS কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ELDS এ শিশুর সার্বিক বিকাশকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ৪টি Domain বা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী ELDS এ বর্ণিত ৪টি বিকাশের ক্ষেত্র বিবেচনার পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম, গবেষণা ও দলিল পর্যালোচনা করে বিকাশের ক্ষেত্রকে ৮টি Learning Area বা শিখনক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রকে একাধিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও প্রতিটি অর্জনোপযোগী যোগ্যতাকে একাধিক শিখনফলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তিতে প্রতিটি শিখনফলের জন্য পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এভাবে কেন্দ্রীয় ও জাতীয়ভাবে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য একটি যুগোপযোগী, সমন্বিত, কার্যোপযোগী, সমৃদ্ধ ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

weKv‡ki ‡¶Î I wkLb‡¶Î

8. cvK-cv_wgK wkÿvµg g¨wU·

wkLb †ÿÎ	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
১. শারীরিক ও চলনক্ষমতা	১.১ নিয়মিত হাঁটাচলা, দৌড়ানো, খেলা, শারীরিক কসরত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা।	১.১.১ ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটাচলা (উঁচু-নিচু দিয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, চোখ বাঁধা অবস্থায় হাটা, লাফানো, ওপরে-নিচে ওঠানামা, আঁকাবাকা হাঁটা, হঠাৎ থেমে যাওয়া ও দিক পরিবর্তন করা), দৌড়াতে পারবে।	খেলা - শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে, যেমন, এক্কাদোক্কা, মোরগ লড়াই, বৃত্ত থেকে বৃত্তে লাফ, সোজা দাগে হাঁটা ইত্যাদি	শিক্ষক সহায়িকা: খেলার বিবরণ, কৌশল ও চিত্র
		১.১.২ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে (যেমন: বইখাতা/খেলনা গোছানো, পাত্রে পানি ঢালা, দাঁত মাজা, গোসল করা ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে পারবে।	ইচ্ছেমত কাজ, খেলা, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক শিক্ষামূলক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন[১]	শিক্ষক সহায়িকা: ইচ্ছেমত কাজ, খেলা ও ভূমিকাভিনয়ের প্রক্রিয়া
		১.১.৩ স্থানীয় ও অন্যান্য খেলা খেলতে পারবে।	বউচি, দাড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, রুমাল খোঁজা, বরফ-পানি, সাতচারা, লাটিম, গোল্লাছুট, ওপেনটি বায়স্কোপ, মিউজিক্যাল চেয়ার, দড়িলাফ, ভিতর-বাহির, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস বল ইত্যাদি	শিক্ষক সহায়িকা: খেলার চিত্র, বিবরণ ও কৌশল
		১.১.৪ বিভিন্ন শারীরিক কসরত করতে	বিভিন্ন ধরনের শিশুতোষ ব্যায়াম - শ্রেণিকক্ষ	শিক্ষক সহায়িকা: ব্যায়ামের

[১] যেসব স্কুলে ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য

wkLb †ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		পারবে ।	ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে	বিবরণ, কৌশল ও চিত্র
	১.২ বিভিন্ন জিনিস ধরতে, আঁকতে ও তৈরি করতে পারা ।	১.২.১ পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, তুলি, চক ইত্যাদি সঠিকভাবে ধরতে পারবে ।	আঁকিবুকি করা, ইচ্ছেমত আঁকা	ওয়ার্কবুকে ইচ্ছেমত আঁকা শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		১.২.২ ক্রেয়ন, পেন্সিল, তুলির সাহায্যে আঁকতে ও রং করতে পারবে ।	ছবি আঁকা, রং করা	ওয়ার্কবুকে নমুনা চিত্রের আউটলাইন থাকবে শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ক্রেয়ন, তুলি, রং, রং পেন্সিল
		১.২.৩ ছোট পাথর, বীচি, ব্লক, ইত্যাদি ধরতে, বাছাই করতে এবং পছন্দমত সাজাতে পারবে ।	সংগ্রহ, বাছাই, সাজানো, খেলা (পাঁচগুটি)	খেলার সামগ্রী শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		১.২.৪ কাদা, ম-, কাগজ, পাতা ইত্যাদি সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা তৈরি করতে পারবে ।	ইচ্ছেমত - একক ও দলগতভাবে ব্যবহারিক কাজ (যেমন : কাঁচি দিয়ে কাটা, কাগজ ভাজ করা ইত্যাদি)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কাঁচি, কাগজ
	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা ।	১.৩.১ চোখ ও হাতের সমন্বয় করে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে ।	মালা গাঁথা, ছুঁড়ে দেয়া বল ধরা, নির্দিষ্ট পাত্রে বা স্থানে বল ছোড়া, পা দিয়ে বল মারা, পানি ঢালা, নিজের হাতে খাওয়া, জামার বোতাম লাগানো, জুতার ফিতা বাঁধা ইত্যাদি অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: চিত্রসহ নির্দেশনা
		১.৩.২ না দেখে স্পর্শ করে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে ।	মসৃণ-অমসৃণ, ঠা-া-গরম, শক্ত-নরম, শুকনো-ভেজা শনাক্তকরণ খেলা (থলে গেম)	শিক্ষক সহায়িকা: খেলার বিবরণ ও নির্দেশনা
		১.৩.৩ বিভিন্ন রকম গন্ধ শুঁকে তা শনাক্ত	আলোচনার মাধ্যমে ও ব্যবহারিক কাজ করে	শিক্ষক সহায়িকা: কাজের

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		করতে পারবে ।	ফুল, ফল, লেবু পাতা, আম পাতা ইত্যাদি গন্ধ শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ	বিবরণ ও নির্দেশনা
		১.৩.৪ কোনো দৃশ্য, বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ করতে পারবে ।	শ্রেণিকক্ষে ও বাইরে পর্যবেক্ষণ, মেমোরি গেম	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মেমোরি গেমের বিবরণ
		১.৩.৫ বিভিন্ন স্বাদের খাবার শনাক্ত করতে পারবে (মিষ্টি, ঝাল, টক, তেতো, নোন্‌তা)	আলোচনা, দলগত কাজ, কার্ড গেম, শ্রেণিকরণ বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ করা (সম্ভব হলে)	কার্ডে বিভিন্ন স্বাদের খাবারের চিত্র/ছবি, বাস্তব উপকরণ শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কার্ড গেমের বিবরণ ও উপকরণ
		১.৩.৬ শব্দ শুনে এর উৎস চিনতে পারবে ।	শব্দ শুনে বলার খেলা – নিজেরা শব্দ তৈরি করে ও প্রকৃতি থেকে শব্দ শুনে (শ্রেণিকক্ষে ও বাইরে)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা ।	২.১.১ বড়দের সালাম-আদাব দেওয়ার অভ্যাস গঠন করবে ।	ভূমিকাভিনয় ও অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.১.২ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে ।	ভূমিকাভিনয় ও বাস্তব অনুশীলন, জোড়ায় জোড়ায় কাজ, চেইন ড্রিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)
		২.১.৩ শিক্ষক ও বড়দের সাথে ভাব বিনিময় (কথা বলা, অনুভূতি প্রকাশ করা) করতে পারবে ।	দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)
	২.২ বন্ধু ও	২.২.১ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে	বিভিন্ন খেলা, কাজ (১.১.৩)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
	সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা ।	মিলেমিশে খেলতে পারবে ।		বিভিন্ন খেলা ও কাজের বিবরণ
		২.২.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে ।	বিভিন্ন খেলা, কাজ (১.১.৩), দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)
		২.২.৩ বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু তৈরি করতে পারবে (বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে) এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে ।	জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, শেয়ারিং (অভিন্ন অংশীদারিত্ব/পারস্পরিক বিনিময়)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
	২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা ।	২.৩.১ নেতৃত্ব মেনে চলতে পারবে ।	বিভিন্ন খেলা (১.১.৩), দলগত কাজ, শ্রেণির কাজে পালাক্রমে নেতৃত্ব দেওয়া ও নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (শ্রেণি ও দলনেতা পালাক্রমে নির্বাচিত হবে)
		২.৩.২ নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ও প্রদর্শন করতে পারবে ।	ঐ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.৩ ছোটখাট দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে ।	বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.৪ মতের ভিন্নতা মেনে নেওয়ার মনোভাব দেখাবে ।	বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.৫ সহপাঠীদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে ।	বিভিন্ন খেলা, কাজ ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বিভিন্ন কাজের জন্য দল বিভাজন করার সময় শিক্ষক সচেতনভাবে তা করবেন) নেতিবাচক কোনো উদাহরণ, খেলা বা বিষয় পরিহার করতে হবে

wkLb †ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		২.৩.৬ পছন্দ ও অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে ।	আলোচনা, চক্রাকারে আলোচনা, শ্রেণিকরণ, কার্ড গেম ইত্যাদি	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কার্ড গেম
		২.৩.৭ সহযোগিতা ও ভাগাভাগির (শেয়ারিং) মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে ।	২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.৮ বাড়ি, শ্রেণি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে ।	অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, কমিউনিটি সদস্য, বিভিন্ন পেশাজীবিদের সম্পর্কে জানা, তাদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কে জানা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.৯ অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে ।	বিভিন্ন খেলা ও কাজ, ভূমিকাভিনয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.১০ প্রয়োজনে অন্যকে সহযোগিতা করতে ও অন্যের সহযোগিতা চাইতে পারবে ।	বিভিন্ন খেলা ও কাজ, ভূমিকাভিনয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৩.১১ জাতীয় সম্পদের প্রতি যত্নশীল হবে ।	বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, গাছপালা ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হওয়া (পানি ও বিদ্যুতের অপচয় না করা)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা জাতীয় সম্পদের তালিকা তৈরি করতে হবে
	২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্ম নিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা ।	২.৪.১ নিজের আবেগ অনুভূতি (যেমন : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি) স্বাভাবিকভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে ।	ভূমিকাভিনয়, গল্প বলা, ছড়া ও গান, খেলা, ছবি, কথা, অঙ্গ-ভঙ্গি	শিক্ষক সহায়িকা: চিত্রসহ নির্দেশনা
		২.৪.২ নিজের সম্পর্কে অন্যকে বলতে পারবে ।	চেইন ড্রিল, জোড়ায় জোড়ায়, দলগত আলোচনা, ও নিজ ও পরিবার সম্পর্কে বলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
			(নাম, বয়স, ঠিকানা, ভাইবোন, প্রিয় খেলা ইত্যাদি) ও চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা	
		২.৪.৩ নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে ।	জোড়ায় জোড়ায়, দলগত আলোচনা, গল্প বলা, ছবি আঁকা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৪.৪ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে এবং তা পালন করতে পারবে ।	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে নিজে খেলনা, বই ইত্যাদি গুছানো, জামার বোতাম লাগানো, দায়িত্ববোধ থাকা, দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হওয়াও ধৈর্য সহকারে কাজে মনোনিবেশ করা, পালাক্রমে সকল শিশুকে ভালো ও সুন্দর কাজের জন্য সকলের উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে প্রশংসা করা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (দায়িত্বের একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে)
		২.৪.৫ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে পারবে ।	শিশুদের আঁকা ছবি ও অন্যান্য কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা, বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেওয়া, ভুল করলেও ইতিবাচকভাবে বোঝানো, শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, গল্প শোনা ও বলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (শিক্ষক পুরো বছর জুড়ে শিশুদের কোনো কারণে ভর্ৎসনা করবেন না, একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করবেন না, তার কাজ ও সম্ভাবনাগুলোকে উৎসাহিত করবেন, প্রশংসা করবেন, শিশুদের অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন ।) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে
		২.৪.৬ যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে	খেলাধুলা, ভূমিকাভিনয়, মেডিটেশন/ধ্যান,	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারবে ।	তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা (যেমন, রাগ হলে বা দুঃখ পেলে ঝগড়া ও মারামারি না করা)	
		২.৪.৭ কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে পুরো নির্দেশনা শুনবে ।	নির্দেশনা পালন খেলা - একক ও দলগত (স্টেপিং গেম, পাখি উড়ে-মাছ উড়ে, হাত উঁচু-নিচু) রুটিন মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (নির্দেশনা পালন করার যোগ্যতার সাথে লিংক করতে হবে)
	২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া ।	২.৫.১ ভুল করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে দুঃখ প্রকাশ করবে ।	ভূমিকাভিনয়, গল্প, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে তালিকা তৈরি করতে হবে
		২.৫.২ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে ।	গল্প, শ্রেণিকরণ করা, কার্ড/ফ্লিপ গেম (যেখানে সেখানে থুতু বা ময়লা ফেলা, কলার খোসা ফেলা, গাছের পাতা ও ফুল ছেঁড়া, নির্দিষ্ট পাত্রে ময়লা ফেলা)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কার্ড, ফ্লিপ গেম তৈরি করতে হবে । গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে তালিকা তৈরি করতে হবে ।
		২.৫.৩ ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারবে ।	ভূমিকাভিনয়, গল্প, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা (যেমন: প্রশংসা করা, উৎসাহ দেওয়া, ভুল করলেও ইতিবাচকভাবে বোঝানো)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে তালিকা তৈরি করতে হবে

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
	২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা ।	২.৬.১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবে এবং জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে ।	গল্প, ছবি ও ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক
		২.৬.২ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে ।	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানানো, জাতীয় পতাকা আঁকা ও রং করা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (দৈনিক কাজ) ওয়ার্কবুকে আঁকা ও রং করার কাজ করবে ।
		২.৬.৩ জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে ।	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত গাওয়া	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (দৈনিক কাজ) ওয়ার্ক বুক: জাতীয় সংগীত জাতীয় সংগীতের অডিও
		২.৬.৪ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে ।	বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা (ছবি আঁকা, ছবির প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক কর্মকা- অংশগ্রহণ) সম্ভব হলে শিশুতোষ ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র/চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৬.৫ সামাজিক ও লোকজ বিভিন্ন উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে ।	সামাজিক ও লোকজ উৎসবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, ছবি আঁকা (জাতীয় ও স্থানীয় সামাজিক উৎসব উদযাপন করা, ছবি আঁকা, ছবির প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক কর্মকা- অংশগ্রহণ) সম্ভব হলে শিশুতোষ ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র/চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৬.৬ জাতীয় ও স্থানীয় পোশাক-পরিচ্ছদ,	গল্প, ভূমিকাভিনয়, চার্ট, বাস্তব উপকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		খাবার-দাবার, ফল-মূল চিনবে ও এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে ।	(যেমন খুশি তেমন সাজো)	অভিভাবক সভা ফ্লিপ চার্ট, ফল-মূলের মডেল ওয়ার্ক বুক: ছবি/চিত্র
		২.৬.৭ স্থানীয় খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে ।	অংশগ্রহণ ও আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		২.৬.৮ স্থানীয়/লোকজ শিশুতোষ ছড়া, গান ও নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে ।	স্থানীয় ছড়া, গান, নাচে অংশগ্রহণ	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	৩.১ ভাব গ্রহণ (দেখা এবং শোনা) ও প্রকাশ (বলা বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি) করতে পারা ।	৩.১.১ মৌখিক নির্দেশনা (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ) অনুসরণ করতে পারবে ।	নির্দেশ পালন করার খেলা - একক ও দলগত (স্টেপিং গেম, পাখি উড়ে-মাছ উড়ে, হাত উঁচু-নিচু)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (নির্দেশনা পালন করার যোগ্যতার সাথে লিংক করতে হবে) ২.৪.৭
		৩.১.২ প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ।	গল্প, বর্ণনা, ছবি, চিত্র থেকে প্রশ্নোত্তর	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (মুক্ত প্রশ্ন/অমুক্ত প্রশ্ন) ওয়ার্ক বুক: ছবি ও গল্প
		৩.১.৩ ছোট ছোট গল্প শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে ।	গল্প শোনা ও বলা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, গল্পের বই
		৩.১.৪ দেখে বা শুনে কোনো কিছু শনাক্ত করতে পারবে ।	খেলা, মুকাভিনয় দেখে বলা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		৩.১.৫ অপরিচিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে ও এর অর্থ বুঝতে পারবে ।	গল্প, ছড়া, গান ও বর্ণনার অপরিচিত শব্দ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কোন গল্প , বর্ণনা, ছড়া (শব্দভা-ার বৃদ্ধি)
		৩.১.৬ পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট সম্পর্কে বলতে পারবে ।	শ্রেণিকক্ষ বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট প্রদর্শন, খবর সংগ্রহ ও পাঠ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		৩.১.৭ ছড়া, গান, গল্প বলতে পারবে ।	ছড়া, গান ও গল্প অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক (মুখস্থ করানো যেন একমাত্র উদ্দেশ্য না হয় ।)
		৩.১.৮ স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে পারবে ।	৩.১.২ থেকে ৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ৩.১.২ থেকে ৩.১.৭
		৩.১.৯ কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করতে পারবে ।	অতীতের অভিজ্ঞতার বিনিময়, বর্তমানের বর্ণনা, ভবিষ্যতে কি করবে তা বলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		৩.১.১০ কথোপকথন ও দলীয় আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে ।	জোড়ায় জোড়ায় ও দলগত আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বর্ণিত বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে তুলে ধরা)
		৩.১.১১ নতুন পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারবে ।	বাক্য তৈরির খেলা, ৩.১.৫ (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা বিভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরির খেলার অনুশীলন
		৩.১.১২ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করে বলতে পারবে ।	গল্প তৈরির খেলা (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		৩.১.১৩ সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে পারবে ।	গেম, ছড়া, গল্প, দলগত কাজ - বারের নাম দিয়ে দল, দৈনন্দিন ড্রিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা গল্পের বই (আজ কী বার? আজকের দিনটি কেমন? কার্ড দিয়ে অথবা বোর্ডে লিখে দেখাবে)
	৩.২ পড়তে পারা (প্রাক-পঠন) ।	৩.২.১ পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ শনাক্ত করতে পারবে ।	শব্দের খেলা (সাউন্ড) (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		৩.২.২ বাক্য থেকে শব্দ আলাদা করতে পারবে ।	পরিচিত বাক্য থেকে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট
		৩.২.৩ একই রকম শব্দ শনাক্ত করতে পারবে ।	পরিচিত বাক্য থেকে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক
		৩.২.৪ একই রকম শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে ।	পরিচিত শব্দ নিয়ে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত) শব্দ চাকার খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক শব্দ চাকা
		৩.২.৫ শব্দ থেকে ধ্বনি আলাদা করতে পারবে ।	পরিচিত শব্দ থেকে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট
		৩.২.৬ একই রকম ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবে ।	পরিচিত শব্দ থেকে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট
		৩.২.৭ একই রকম ধ্বনি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করতে পারবে ।	পরিচিত ধ্বনি থেকে অনুশীলন (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট
		৩.২.৮ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে ।	কার্ড গেম, মিলকরণ (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট, বর্ণের কার্ড
		৩.২.৯ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে ।	কার্ড গেম, মিলকরণ (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট, বর্ণের কার্ড
		৩.২.১০ দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে পারবে ।	শব্দ তৈরি খেলা (একক, জোড়া ও দলগত)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট, বর্ণের কার্ড
		৩.২.১১ ছবি/চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক কাহিনী বা গল্প বলতে (পড়তে) পারবে ।	একক, জোড়া ও দলগত কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ছবির কার্ড, ওয়ার্ক বুক
		৩.২.১২ বই ব্যবহার করতে (বই ধরতে, পাতা উল্টাতে, বাম থেকে ডানে যেতে, উপর	বুক কর্ণার ব্যবহার (এককভাবে, জোড়ায়)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা গল্পের বই, ছবির বই, ওয়ার্ক

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		থেকে নিচে যেতে) পারবে ।		বুক
		৩.২.১৩ নিজের লেখা নাম চিনতে পারবে ।	শিক্ষক ছবিতে, বইয়ে, নেম কার্ডে শিক্ষার্থীর নাম লিখে দিবেন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (লেখা নাম ছবি হিসেবে)
		৩.২.১৪ বিভিন্ন সংকেত/প্রতীক চিনতে/পড়তে পারবে ।	কার্ড দিয়ে খেলা (তীর চিহ্ন, জেব্রা ক্রসিং/রাস্তা পারাপার, ট্রাফিক সিগন্যাল, বিপজ্জনক চিহ্ন, সামনে হাসপাতাল, সামনে স্কুল), ভূমিকাভিনয়, খেলা পাস দ্য পার্শেল গেম	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক চার্ট, কার্ড
	৩.৩ লিখতে পারা (প্রাক- লিখন) ।	৩.৩.১ ইচ্ছেমত আঁকিবুকি করতে পারবে ।	১.২.১	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্কবুক, ওয়ার্ক শীট
		৩.৩.২ প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকতে পারবে ।	ওয়ার্কবুকের ব্যবহার, চকবোর্ড, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্কবুক,
		৩.৩.৩ ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে ।	১.২.২	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্কবুক, ক্রেয়ন, রং পেন্সিল
		৩.৩.৪ ছবি/চিত্র/বস্তু/দৃশ্য দেখে আঁকতে পারবে ।	দেখে আঁকা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্কবুক, ওয়ার্ক বুক
		৩.৩.৫ নিজের নাম দেখে লিখতে পারবে ।	দেখে দেখে লেখা (প্রতীক হিসেবে আঁকা)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্কবুক
		৩.৩.৬ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) লিখতে পারবে ।	৩.২.৮ ওয়ার্কবুকের ব্যবহার, চকবোর্ড, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা চার্ট, বর্ণের কার্ড, ওয়ার্কবুক
		৩.৩.৭ দুই বা তিন বর্ণের পরিচিত সরল শব্দ লিখতে পারবে ।	৩.২.১০ বর্ণের কার্ড, লেখার খেলা - ওয়ার্কবুকের ব্যবহার, চকবোর্ড, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক, চার্ট, বর্ণের কার্ড

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
৪. প্রারম্ভিক গণিত	৪.১ প্রাক-গাণিতিক ধারণা অর্জন করা	৪.১.১ ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, ভারী-হাল্কা চিহ্নিত করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে) ওয়ার্ক বুক
		৪.১.২ বাহির-ভিতর, উপর-নিচ, সামনে-পিছনে, উঁচু-নিচু, কাছে-দূরে চিহ্নিত করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে) ওয়ার্ক বুক
		৪.১.৩ বিভিন্ন আকার-আকৃতি (বড়, ছোট, মাঝারি) ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে ।	ওয়ার্ক শীট, ব্লক/মডেল, কার্ড ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে) ওয়ার্ক বুক, বিভিন্ন রং ও আকার আকৃতির ব্লক, কার্ড এবং অন্যান্য খেলার উপকরণ
		৪.১.৪ রং, আকার-আকৃতি (গোল, তিনকোনা, চারকোনা) অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু শ্রেণিকরণ করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে) ওয়ার্ক বুক, বিভিন্ন রং ও আকার আকৃতির ব্লক, কার্ড এবং অন্যান্য খেলার উপকরণ
		৪.১.৫ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমান ও পরিমাপ করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে, পাত্র)

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
				ওয়ার্ক বুক
		৪.১.৬ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে বণ্টন করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বাস্তব উদাহরণ/উপকরণ ব্যবহার করে) ওয়ার্ক বুক
	৪.২ সংখ্যার ধারণা অর্জন করা	৪.২.১ '১ - ২০' পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে ।	উপকরণের মাধ্যমে একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলা ও কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা বাস্তব উপকরণ (বিভিন্ন প্রকার বিচি, নুড়ি পাথর, শষ্যদানা ইত্যাদি)
		৪.২.২ '১ - ২০' পর্যন্ত ছবি দেখে গণনা করতে পারবে ।	বই, ওয়ার্ক শীট, চার্ট, খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, অর্ধবাস্তব উপকরণ, চার্ট, সংখ্যার ছড়া
		৪.২.৩ '১ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে (ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট) ।	বই, ওয়ার্ক শীট, চার্ট, খেলা (সংখ্যার দল বানানোর খেলা, স্টেপ খেলা)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট
		৪.২.৪ '১ - ৯' পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক চিনতে ও বলতে পারবে ।	সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.৫ '১ - ৯' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে ।	বাস্তব উপকরণ, সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.৬ '১ - ৯' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক	চিত্র, চার্ট, সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে ।		(খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.৭ শূন্যের সহজ ধারণা দিতে পারবে ও প্রতীক চিনতে ও বলতে পারবে ।	বাস্তব উপকরণ, ছবি, চার্টের সাহায্যে খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.৮ '১০ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে ও বলতে পারবে ।	সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.৯ '১০ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা মিলাতে পারবে ।	বাস্তব উপকরণ, সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা - টাকার খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.২.১০ '১০ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা মিলাতে পারবে ।	চিত্র, চার্ট, সংখ্যার কার্ড, বই, মিলকরণ খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
	৪.৩ সংখ্যা লিখতে পারা	৪.৩.১ '১ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে ।	ওয়ার্কবুক, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (আঁকিবুকি ও প্যাটার্নের কাজ অনুশীলন করার আগে এই পাঠ আসবে না) ওয়ার্ক বুক, ওয়ার্কবুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.৩.২ '১ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা লিখতে পারবে ।	উপকরণ ব্যবহার করে খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা)

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
				ওয়ার্ক বুক, ওয়ার্কবুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
	৪.৪ সংখ্যার তুলনা করতে পারা	৪.৪.১ '১ - ২০' পর্যন্ত বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করে কম-বেশি নির্ণয় করতে পারবে ।	উপকরণ ব্যবহার করে খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড, বাস্তব উপকরণ, ছবির কার্ড
		৪.৪.২ '১ - ২০' পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে পারবে	উপকরণ ব্যবহার করে খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
		৪.৪.৩ '১ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো ৫টি সংখ্যা ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে ।	সংখ্যা কার্ডের খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, চার্ট, সংখ্যা কার্ড
	৪.৫ যোগের ধারণা অর্জন করা	৪.৫.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না) ।	বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড, চিত্র, স্টেপিং গেম, দলগত খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড
		৪.৫.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না) ।	সংখ্যা কার্ডের খেলা, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড
		৪.৫.৩ যোগ সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না) ।	দলগত খেলা, সমস্যা সমস্যা খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ,

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
				সংখ্যা কার্ড
	৪.৬ বিয়োগের ধারণা অর্জন করা	৪.৬.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগ করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) ।	বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড, চিত্র, স্টেপিং গেম, দলগত খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা ও রং করার সাথে সমন্বয় করা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড
		৪.৬.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) বিয়োগ করতে পারবে ।	সংখ্যা কার্ডের খেলা, স্লেট-পেন্সিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড
		৪.৬.৩ বিয়োগ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) ।	দলগত খেলা, সমস্যা সমস্যা খেলা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (খেলা) ওয়ার্ক বুক, বাস্তব উপকরণ, সংখ্যা কার্ড
৫. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৫.১ চারু ও কারুকাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা ।	৫.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দৃশ্যপটসহ ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে ।	ছবি আঁকা ও রং করা ১.২.১, ১.২.২, ৩.৩.১, ৩.৩.৩, ৩.৩.৪ শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, পরিবার-বাড়ি-বিদ্যালয়-পরিবেশ, কোলাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		৫.১.২ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন জিনিস (যেমন: পুতুল, ফল, ফুল, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারবে ।	১.২.৪, কাগজ, কাপড়, শোলা, কাঠি, কাদামাটি, পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি, উপস্থাপন ও প্রদর্শন পাপেট তৈরি ও প্রদর্শন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (১.২.৪) কাঁচি, কাগজ, আঠা, ব্লু টেক, ক্রেয়ন, রং পেন্সিল
		৫.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে ।	২.৬.১	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
				(২.৬.১)
	৫.২ ছড়া, নাচ, গান, গল্প ও অভিনয়ের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা ।	৫.২.১ দলে ধারাবাহিক গল্প তৈরি করতে ও বলতে পারবে ।	৩.১.১২, ৩.২.১১, ছোট দলে ও দলগতভাবে চেইন ড্রিল	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (৩.১.১২, ৩.২.১১)
		৫.২.২ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া, কবিতা, গল্প উপস্থাপন করতে পারবে ।	৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (৩.১.৭) ওয়ার্ক বুক
		৫.২.৩ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ গান গাইতে পারবে ।	২.৬.৭, ৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (২.৬.৭, ৩.১.৭)
		৫.২.৪ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য নাচ নাচতে পারবে ।	২.৬.৭, ৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (২.৬.৭, ৩.১.৭)
		৫.২.৫ স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে ।	২.৬.৭, ৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (২.৬.৭, ৩.১.৭)
		৫.২.৬ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারবে ।	২.৬.২, ৩.১.৭	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (২.৬.২, ৩.১.৭)
		৫.২.৭ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র চিনতে ও বলতে পারবে ।	বাদ্যযন্ত্রের ছবি, সম্ভব হলে বাস্তবে দেখানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রীদের আহবান	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
	৫.৩ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে নান্দনিকতার প্রকাশ করতে পারা ।	৫.৩.১ নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজ-সজ্জা ও পোশাক) ।	১.১.২, ভূমিকাভিনয়, বাড়িতে অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা অভিভাবকের সম্পৃক্ততা
		৫.৩.২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে ।	১.১.২, শ্রেণিকক্ষে ও বাড়িতে অনুশীলন, আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা অভিভাবকের সম্পৃক্ততা খেলনা
৬. পরিবেশ	৬.১ পরিবেশের	৬.১.১ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান	শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিবেশের	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
	বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা ।	(যেমন: ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, যানবাহন, মাটি, পানি ইত্যাদি) চিনতে ও নাম বলতে পারবে ।	বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ফ্লিপ চার্ট	ফ্লিপ চার্ট, ওয়ার্ক বুক
		৬.১.২ ফসলের ক্ষেত, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র চিনতে পারবে ।	আঁকা ও বলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রকাশ, নিকট পরিবেশ, ছবি/চিত্র, পাজ্‌ল্‌, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, গল্পের বই (বিগ বুক - বার্ডস আই ভিউ), প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা গল্পের বই, ওয়ার্ক বুক, ওয়ার্কবুক, পাজ্‌ল্‌
		৬.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা যেমন বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবে ।	আঁকা ও বলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রকাশ, ঘটনার তাৎক্ষণিক বা সমসাময়িক বর্ণনা, প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (সম্ভব হলে যখন ঘটনা ঘটবে, শিক্ষক সেই সময়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন) ওয়ার্ক বুক: ছবি থাকবে
		৬.১.৪ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র চিনবে এবং এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে ।	১.১.২, ৫.৩.২, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা, ভূমিকাভিনয়	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা গল্প ওয়ার্ক বুক: চিত্র/ছবি থাকবে
		৬.১.৫ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের (মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু, ফুপু-ফুপা) সম্পর্কে বলতে পারবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিত্র আঁকা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা গল্প ওয়ার্ক বুক: চিত্র/ছবি থাকবে ফ্লিপ চার্ট, ফ্যামিলি ট্রি/বংশ লতিকা
		৬.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণীর (৩টি)	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন, পাজ্‌ল্‌	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে ।		
		৬.১.৭ বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের পার্থক্য করতে পারবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকাভিনয়, চিত্র মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (চলমান ঋতুর সাথে সম্পর্কিত করবে) ওয়ার্ক বুক গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের চিত্র
		৬.১.৮ দিনের বিভিন্ন অংশ (সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত) আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকাভিনয়, চিত্র মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (চলমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত করবে) ওয়ার্ক বুক দিনের বিভিন্ন অংশের চিত্র
	৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা	৬.২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাড়ি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা শ্রেণিতে অনুশীলন দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ আবর্জনা ফেলার পাত্র
		৬.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রজেক্ট ওয়ার্ক - বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৬.২.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল হবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, গল্প শোনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক - বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা গাছপালা ও পশুপাখি নিয়ে গল্পের বই পরিবারের সম্পৃক্ততা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৭.১ বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া	৭.১.১ পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে ।	প্রজেক্ট ওয়ার্ক	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ধারাবাহিক প্রজেক্ট ওয়ার্ক
		৭.১.২ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহের শ্রেণিকরণ, তুলনা ও উপস্থাপন করতে পারবে ।	প্রজেক্ট ওয়ার্ক	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ধারাবাহিক প্রজেক্ট ওয়ার্ক
		৭.১.৩ অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ।	প্রজেক্ট ওয়ার্ক, খেলা, প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ডুবানো, ভাসানো ও গলানো	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ধারাবাহিক প্রজেক্ট ওয়ার্ক আতশ কাঁচ, চুম্বক
		৭.১.৪ ছোটখাট বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যখ্যা করতে পারবে ।	খেলা (রোদ-ছায়ার খেলা, অনুমান করার খেলা), পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বাতাসে পাতা নড়ে, সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে ইত্যাদি)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা
		৭.১.৫ ছোটখাট সমস্যার সমাধান করতে পারবে ।	পাজ্‌ল্‌, সুডোকু, কাটাকুটি খেলা একক, জোড়ায়, ছোটদল ও দলগত কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (সমস্যার তালিকা তৈরি করতে হবে সমস্যাটি হবে কর্মভিত্তিক)
	৭.২ জড়, জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারা	৭.২.১ জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারবে	প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ভূমিকাভিনয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কার্ডের খেলা (৭.১.১ - ৭.১.৩)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা অ্যানিমেল সেট, চার্ট, কার্ড
		৭.২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণী পার্থক্য করতে পারবে	প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ভূমিকাভিনয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কার্ডের খেলা (৭.১.১ - ৭.১.৩)	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা অ্যানিমেল সেট, চার্ট, কার্ড
	৭.৩ দৈনন্দিন	৭.৩.১ দেশের সর্বত্র প্রচলিত ও পরিচিত	পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ছবি বা চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
	প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারা	প্রযুক্তির (ঘড়ি, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ধান মাড়াইয়ের কল, সেচ যন্ত্র, ট্রাক্টর) নাম ও কাজ বলতে পারবে ।	ব্যবহার করে আলোচনা	ওয়ার্ক বুক: বিভিন্ন যন্ত্রের ছবি বা চিত্র
		৭.৩.২ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি চিনতে পারবে ।	পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ছবি বা চিত্র ব্যবহার করে আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা চার্ট: নলকূপ, হারিকেন, টর্চলাইট, ছাতা, বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা, ইস্ত্রি, মাইক,স্পীকার
	৭.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা	৭.৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন) নাম জানবে ও শনাক্ত করতে পারবে ।	আলোচনা, মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মডেল, ফ্লিপ চার্ট, ছবির কার্ড
		৭.৪.২ তথ্য ও যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে পারবে ।	আলোচনা, মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মডেল, ফ্লিপ চার্ট, ছবির কার্ড
	৭.৫ বিভিন্ন প্রকার যানবাহন সম্পর্কে জানতে পারা	৭.৫.১ স্থলপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে ।	পর্যবেক্ষণ, ছবি/চিত্র, মিলকরণ, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিনিময়	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মডেল, ফ্লিপ চার্ট, ছবির কার্ড, ওয়ার্ক বুক
		৭.৫.২ জলপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে ।	পর্যবেক্ষণ, ছবি/চিত্র, মিলকরণ, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিনিময়	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মডেল, ফ্লিপ চার্ট, ছবির কার্ড, ওয়ার্ক বুক
		৭.৫.৩ আকাশপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে ।	পর্যবেক্ষণ, ছবি/চিত্র, মিলকরণ, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিনিময়	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা মডেল, ফ্লিপ চার্ট, ছবির কার্ড, ওয়ার্ক বুক
৮. স্বাস্থ্য ও	৮.১ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত	৮.১.১ শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ	অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিত্র আঁকা, ছড়া	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
নিরাপত্তা	দৈনন্দিন কাজ করতে এবং খাবার ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা ।	বলতে পারবে ।	অনুশীলন, খেলা, প্রাসঙ্গিক শিক্ষামূলক ভিডিও	ছড়া সংগ্রহ ওয়ার্ক বুক
		৮.১.২ নিয়মিত দাঁত মাজতে, হাত ধুতে, চুল আঁচড়াতে, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকতে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গঠন করবে ।	ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ, ছড়া, খেলা দাত ব্রাশ প্রদর্শন, নখ কাটা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা, ওয়ার্ক বুক চিরুনি, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, ছাই, টিস্যু পেপার
		৮.১.৩ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর খাবার চিহ্নিত করতে পারবে ।	১.৩.৫ অভিজ্ঞতা বিনিময়, মিলকরণ, নামকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা খাদ্যদ্রব্যের চিত্র/ছবি (কার্ড) পরিমিত খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা
		৮.১.৪ বিভিন্ন প্রকার খাবার (ভাত/রুটি/পাউরুটি, মাছ-মাংস/ডাল, শাক-সব্জি, ফল-মূল) আলাদা করতে পারবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, মিলকরণ, শ্রেণিকরণ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা কার্ড
		৮.১.৫ খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়মিত নিজে নিজে খাবার খেতে পারবে ।	ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা ওয়ার্ক বুক ফ্লিপ চার্ট, সাবান পানি, টিস্যু পেপার
		৮.১.৬ খাবারের আগে ও পরে প্লেট নিজে	ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ (প্লেট/ টিফিন	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
		ধুবে ।	বক্স ধোয়া)	পরিবারের সম্পৃক্ততা ওয়ার্ক বুক ফ্লিপ চার্ট
		৮.১.৭ পরিষ্কার পাত্রে খাবার ঢেকে রাখবে ।	আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা হাড়ি-পাতিল সেট মডেল, চার্ট
		৮.১.৮ ফলমূল ধুয়ে খাবে ।	আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা মডেল
		৮.১.৯ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম নেবে ।	ঘুম ঘুম খেলা, দৈনন্দিন অনুশীলন, কোনো কাজ শেষে পরিশ্রান্ত হলে বিশ্রামের সুযোগ	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.১.১০ সাধারণ রোগ (জ্বর, ঠা-া লাগা, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) সম্পর্কে জানবে ।	আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ব্যবহার, ছবি	থার্মোমিটার, স্বাস্থ্য কার্ড প্রাথমিক চিকিৎসা কীট প্রাথমিক চিকিৎসা খেলনা
		৮.১.১১ অসুস্থবোধ করলে তা বলতে পারবে ।		
		৮.১.১২ নিরাপদ পানির উৎস বলতে পারবে ।	পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, শ্রেণিকরণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ওয়ার্ক বুক , চার্ট

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
	৮.২ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা ।	৮.২.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে, যেমন, আগুন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, কীটনাশক, ভাঙ্গা গ্লাস, ছুরি, কাঁচি, দা, দেয়াশলাই, ডোবা, পুকুর, নদী-নালা, গাছে উঠা ইত্যাদি ।	ফ্লিপ চার্ট, মিলকরণ, আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, নিকট পরিবেশের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা ফ্লিপচার্ট পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.২.২ নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সাঁতার কাটতে উৎসাহিত হবে ।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকাভিনয়, সম্ভব হলে বাস্তব অভিজ্ঞতা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.২.৩ নিরাপত্তাজনিত সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে পারবে এবং রাস্তা, গাড়ি বা বাইরে চলাচলের সময় তা মেনে চলতে পারবে ।	আলোচনা, খেলা, ভূমিকাভিনয় ৩.২.১৪	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা সিগন্যাল কার্ড, চার্ট
		৮.২.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে তা শনাক্ত করতে পারবে এবং সহায়তা চাইতে পারবে ।	আলোচনা, খেলা, ভূমিকাভিনয়, গল্প বলা, বাস্তব ঘটনার বর্ণনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (বিপজ্জনক পরিস্থিতির তালিকা: হারিয়ে যাওয়া) পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.২.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু (চকলেট, খেলনা, টাকা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে না ও অপরিচিত কারো সাথে যাবে না ।	আলোচনা, খেলা, ভূমিকাভিনয়, ছবি/চিত্র, গল্প বলা, বাস্তব ঘটনার বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.২.৬ প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে ।	৬.১.৩, ৮.২.৪ আলোচনা, খেলা, ভূমিকাভিনয়, ছবি/চিত্র, গল্প বলা, বাস্তব ঘটনার বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ভিডিওচিত্র	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (প্রতিকূল পরিস্থিতির তালিকা, যেমন: ঝড়, ভূমিকম্প, আগুন লাগা, সাপ ইত্যাদি)

wkLb t ÿ Î	ARb Dc‡hvMx †hvM¨Zv	wkLbdj	cwiKwíZ KvR/wkLb †kLv‡bv †KŠkj	wkLb †kLv‡bv mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv
				পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৮.২.৭ হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ বুঝতে পারবে এবং মা-বাবা/ অভিভাবক/ শিক্ষককে জানাতে পারবে ।	আলোচনা, গল্প বলা, বাস্তব ঘটনার বর্ণনা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা (হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণের তালিকা) পরিবারের সম্পৃক্ততা

9. wkLb-†kLv‡bv cwµqvi gj w`Kmgn (Key factors of teaching learning)

যেকোন শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো এর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত শিখনফলসমূহ অর্জনে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় যে কাজ ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয় মূলত তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিশু শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জন করে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই কাজ ও প্রক্রিয়াসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা মূলত ইনপুট (Input) যেমন শিখন শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এই ইনপুটসমূহের মান ও কার্যকর ব্যবহার কাঙ্খিত ফলাফল বা আউটপুট (Output) অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিক্ষাব্যবস্থায় যতরকম ইনপুটই দেওয়া হোক না কেন, তা যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত বা কার্যকরভাবে প্রয়োগ না হয় তবে কাঙ্খিত ফলাফল বা আউটপুট কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। সেকারণে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় এর প্রতিটি উপাদানের কার্যকর ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনে এ ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা শিশুর শিখন এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নে বিবৃত করা হলো।

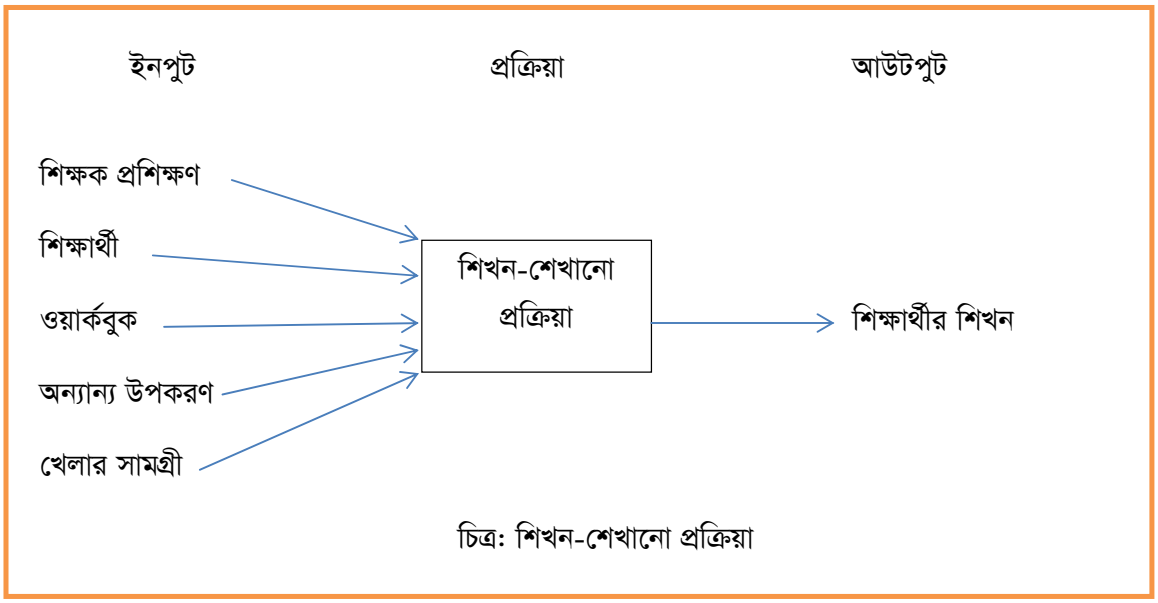

চিত্র: শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

9.1 wkLb cwi‡ek (Learning environment)

জন্মলগ্ন থেকেই শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। শিশুর শিখন প্রক্রিয়ায় যে উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেটি হলো শিশুর চারপাশের পরিবেশ। যদিও আনুষ্ঠানিক অর্থে শিশুর শিখন পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই শিখন পরিবেশ শ্রেণিকক্ষের গ- ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। বাড়ি বা শিশুর পারিবারিক পরিবেশ হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখানে শিশু সকলের সাথে

মেলামেশার সুযোগের মধ্য দিয়ে তার চারপাশের জগতের সম্পর্কে জানার ও অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখার সুযোগ পায়। সেই অর্থে পরিবার হলো শিশুর জীবনের প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিখন পরিবেশ ৫+ বয়সের শিশুর শিখন ও মনস্তত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। তাই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া যে শিখন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পরিবেশ ঠিক বাড়ির মত পুরোপুরি অনানুষ্ঠানিক না হলেও, প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির মত পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রেণির পরিবেশ এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিৎ যা শিশুকে যথাযথভাবে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে ধীরে ধীরে অভিযোজিত হতে সহায়তা করতে পারে। এই পরিবেশ তাই হতে হবে আনন্দময়, আরামদায়ক ও উষ্ণ যেখানে শিশু নিরাপদ বোধ করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মকা- অংশগ্রহণ করতে পারবে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং কোনভাবেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করবে না। সর্বোপরি পরিবেশটি হতে হবে শিশুবান্ধব, অর্থাৎ শিশুকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত যেখানে শিশু ইচ্ছেমত খেলাধুলা, ছুটোছুটি ও কল্পনা করার সুযোগ পায়। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির দেয়ালের রং হতে হবে উজ্জ্বল ও বর্ণিল, পরিসর হতে হবে যথাসম্ভব বড় যাতে সকলে ইচ্ছেমত চলাফেরা করার সুযোগ পায়, দেয়ালে নানা ধরনের ছবি সংবলিত পোস্টার ঝোলানো থাকতে পারে, আসবাবপত্রগুলো হতে হবে শিশুর জন্য আরামদায়ক ও নিরাপদ, পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রি ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকবে যাতে শিশু নিয়মিত এগুলোর সাথে মিথষ্ক্রিয়া (interaction) করার সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের স্বত্ত্বাধিকার (Ownership) প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র, ছবি ও অন্যান্য কাজ প্রদর্শনের (Display) সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা মনে করে এটি তাদের একান্তই নিজের জায়গা। মোটকথা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে শিশুর একান্ত নিজস্ব জগতের সাথে সংগতিপূর্ন যা তাকে আনন্দ ও নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার উৎসাহ যোগাবে ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে উৎসাহিত করবে।

9.2 wkÿ‡Ki fwgKv

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন শিক্ষক। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষককে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার যথাযথ প্রতিফলনই শেষ কথা নয়। একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও বজায় রেখে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে তাই হতে হবে শিশুর বন্ধু। শিশুর সাথে তিনি এমনভাবে মিশে যাবেন, কথা বলবেন অথবা যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া করবেন যাতে শিশু পরম আস্থার সাথে তার ওপর নির্ভর করতে পারে, যেমনভাবে সে নির্ভর করে তার বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের উপর। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে তাই সহায়তাকারীর (Facilitator) যিনি একটি শিশু ও শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে পদে পদে শিশুকে নানা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাকে নানাভাবে শিখতে সহায়তা করবেন।

9.3 wkLb †kL‡bv mvgMx, wkÿv DcKiY, †Ljbv I m¤úiK cÖvb mvgMx

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের কাজ ও খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয় যা তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এই শ্রেণিতে তাই নানা ধরনের শিখন শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শুধু লেখাপড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখানে শিশুদের নানা ধরনের কাজেও সম্পৃক্ত করা হয় যা তার বিকাশ ও শিখনের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। শিশুরা এই শ্রেণিতে নানা ধরনের খেলনা ও উপকরণ নেড়েচেড়ে, উল্টে-পাল্টে, পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে নিজেরা নিজেরাই শেখে। সুতরাং এসব কাজে যথোপযুক্ত শিখন শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা থাকে।

9.4 wkïi fwgKv

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলো শিশুরা। শিক্ষার্থী হিসেবে তার ভূমিকা এখানে প্রথাগত শিক্ষার্থীর মত নয়। এখানে শিশু ইচ্ছেমত খেলবে , হাসবে, হাত-পা ছুঁড়ে শারীরিক কসরত করবে ও ছোটাছুটি করবে, ছবি আঁকবে, আঁকা ছবিকে তার কল্পনার রঙে রাঙাবে, পড়বে, শিক্ষকের নির্দেশনানুযায়ী নানা কাজ করবে, আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে বিভিন্ন জিনিস নেড়েচেড়ে দেখবে, বিভিন্ন ঘটনার কারণ ও ফলাফল (Cause-effect relation) অনুসন্ধান করবে ইত্যাদি। মোট কথা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে শিশু প্রতিটি মুহূর্তে কিছু না কিছু করবে, আবিষ্কার করবে ও প্রতিনিয়ত শিখবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে শেখার কাজটি করতে গিয়ে শিশু হয়ে উঠবে একজন সক্রিয় শিক্ষার্থী (Active learner) যে শিখতে আনন্দ পায় (Love for learning)।

9.5 cwiev‡ii fwgKv

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশ ও শিখনে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ও বিকাশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত করে পরিবারে। আবার শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসতে শুরু করে, তখনও সে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় (২.৫ ঘন্টা) ছাড়া অবশিষ্ট সময়টুকু পরিবারের সাথেই থাকে। সুতরাং শিশুর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পরিবারের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে, শিশুর মাতাপিতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য (যেমন, শিশুর পছন্দ-অপছন্দ, কোন বিশেষ দক্ষতা বা দুর্বলতা ইত্যাদি) দিতে পারেন যা শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেতে এবং শিশুর শিখন প্রক্রিয়াতে সর্বোত্তম উপায়ে সহায়তা করতে সাহায্য করে। ফলে শ্রেণিকক্ষের ভিতর শিশুর শিখন প্রক্রিয়া আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে, শিশু-শিক্ষক ও পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং শিশু বিদ্যালয়ে বাড়ির মতোই নিরাপদ বোধ করে। তাই শিক্ষকের পাশাপাশি মাতাপিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর শিখনে ক্রমাগত সহায়তা দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অনেক কার্যক্রম রয়েছে যা শিশুরা বাড়িতে মাতাপিতা বা অন্যান্যদের সহায়তায় অনুশীলন করে কাঙ্খিত যোগ্যতা/শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারবে। পরিবার ও বিদ্যালয় একটি পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকায় থেকে এ সহায়তা দেবেন।

9.6 mgv‡Ri fvgKv

শিশুর শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় মাতাপিতা, পরিবার ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি বিদ্যালয় সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই চলমান থাকে। বিদ্যালয় যেমন একটি সমাজের শিশুদের শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজকে সেবা প্রদান (Serve) করে, তেমনি সমাজেরও বিদ্যালয়কে এর নানাবিধ কাজে ও এর সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা অত্যাবশ্যক। এজন্য বিদ্যালয়কে সমাজ বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে, যেমন, প্যারা শিক্ষক হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা, খেলনা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, মেলা, বাৎসরিক খেলাধুলার উৎসব ইত্যাদি আউটডোর ইভেন্ট করতে সহায়তা করা, মাতাপিতা ও সমাজের অন্যান্যদের নিয়ে উৎসব আয়োজন করা, বিদ্যালয় এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে শিশুদের সংগে পরিচয় করানো ইত্যাদি। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোরও উচিৎ বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর শিখনে সমাজে বিদ্যমান গুণী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা ও সামাজিক সম্পদের (Community resource) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১০. wkLb-†kLv‡bv mvgMx, wkÿv DcKiY, †Ljbv I m¤úiK cVb mvgMx Dbq‡bi wb‡`kbv

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হলো শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষক। শিখন-শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষাক্রমের মূল বাহন। শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে শিখন অভিজ্ঞতার আয়োজন/শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাই হলো বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম (Implemented Curriculum)।

শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন

শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে উল্লিখিত শিখনফল শিক্ষার্থীদের দ্বারা অর্জন করানো এবং এজন্যে যথাযথ শিখন-শেখানো কৌশল উদ্ভাবন এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ। শিখন-শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন মূলত যেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা উপরের ছক অনুযায়ী -

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাটিক্স
- কর্মভিত্তিক পরিকল্পনা
- মূল্যায়ন নির্দেশনা
- একীভূত শিক্ষার নির্দেশনা

cvK-cv_wgK wk ÿvµg g¨wU·:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে ৮টি শিখনক্ষেত্রের প্রতিটি শিখনক্ষেত্রকে একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভেঙ্গে একাধিক শিখনফলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফলের বিপরীতে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ, প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিখনফল অর্জনে শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী তৈরি করা হবে। কোন কোন সময় একই শিখনক্ষেত্র বা ভিন্ন ভিন্ন শিখনক্ষেত্রের একাধিক শিখনফল একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আবার কোন কোন শিখনফল স্বতন্ত্র। সুতরাং পাঠ পরিকল্পনা করার সময় প্রতিটি শিখনফলকে আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। আবার একটি নির্দিষ্ট শিখনফলকে একাধিক পাঠে ভাগ করারও প্রয়োজন হতে পারে।

শিখনফলগুলো আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে শিখন-শেখানো কৌশল ও কর্মভিত্তিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পাঠ বিভাজন করা যেতে পারে।

KgŸfwËK cwiKíbv (**Planned Activity**):

সামগ্রিকভাবে শিখনফল অর্জনের জন্য কর্মভিত্তিক পরিকল্পনায় কতগুলো শিখন কাজ (Learning activity) নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখনফলসমূহ বিভিন্ন ক্লাস্টার করে নির্ধারিত শিখন কাজের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। আবার নির্ধারিত শিখন কাজ অনুযায়ী শিখনফলগুলোকে ক্লাস্টারে ভাগ করা যেতে পারে। কর্মভিত্তিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত শিখন কাজ অনুযায়ী শিখনফলসমূহ ক্লাস্টার করার পর, বাস্তবায়ন কৌশল বিবেচনা করে প্রতিটি কাজের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে কতটুকু সময় প্রয়োজন – তা নির্ধারণ করতে হবে।

Activity বা শিখন কাজের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সহায়িকায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ার্ক বুকে বিষয়বস্তু প্রণয়ন এবং শিক্ষা উপকরণ ও খেলনা তৈরি করতে হবে।

gj¨vqb wb‡`kbv:

মূল্যায়ন নির্দেশনায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়ন কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে বিশেষত শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি শিখনফলের 'মূল্যায়ন কৌশল' মূল্যায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।

GKxfZ wk¶vi wb‡`kbv:

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনায় একীভূত শিক্ষায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে ৪টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনাপূর্বক শিক্ষক সহায়িকা ও ওয়ার্ক বুক প্রণয়ন এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যেতে পারে।

wkLb-†kLv‡bv mvgMxi ¸iæZ

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের ব্যবস্থার চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা সাধারণত পঠন বা লিখনের দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন কাজ যেমন- খেলা, গান, চারু ও কারু কাজ এবং বিভিন্ন বয়সোপযোগী এসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওয়ার্ক বুক নির্ভর পঠন ও লিখনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই কীভাবে বিভিন্ন শিখন কাজের মাধ্যমে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফলসমূহ অর্জন করবে তা শিক্ষক সহায়িকায় ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ শিখনফল শিশুরা বিভিন্ন শিখন কাজের মাধ্যমে অর্জন করবে, তাই এই পর্যায়ে wk¶K mnwmqKv n‡e wkLb-†kLv‡bv Kvhµg cwiPvjbvi ¸iæZcY mvgMx। শিক্ষাক্রম কীভাবে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়িত হবে তার দিক নির্দেশনা থাকবে শিক্ষক সহায়িকায়। বিভিন্ন শিখন কাজের উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ী ওয়ার্ক বুকে বিষয়বস্তুর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষা উপকরণ, খেলার সামগ্রী তৈরি বা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিটি শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পরবর্তীতে শনাক্ত করা হয়েছে।

cvK-cv_wgK wkÿK mnwmqKv cYq‡bi Rb¨ wb‡`kbv:

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ও বিকাশের উপায়সমূহ, শিশুর শিখন চাহিদা, শিশুর শেখার প্রকৃতি বা ধরন, শিশুর যোগাযোগের উপায়সমূহ যে যৌক্তিক ক্রমপুঞ্জিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা শিক্ষক সংশ্লিষ্ট সহায়িকার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যথাযথ প্রতিফলন ঘটাবেন। কাজেই শিক্ষক্রমের সফল বাস্তবায়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষককে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শিক্ষকের জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা রচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

wk¶K mnwmqKv cYq‡bi wb‡`kbvmgn:

- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষককে সহায়তা দান ও তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা।
- অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় ধারণা দান।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাসম্ভব কর্মকেন্দ্রিক এবং শিখনে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বহুমুখী শিখন কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রাখা।
- শিশুবিকাশ ও শিখন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা সংযোজন।
- খেলা, অভিনয়, গান, নাচ, ছড়া ও গল্পের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রাখা।

- পরিকল্পিত কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীর লব্ধজ্ঞান ও দক্ষতার যোগসূত্র স্থাপন ।
- পরিকল্পিত কাজের সঙ্গে অর্জিতব্য শিখনফল বা শিখনফলসমূহের সম্পর্ক স্থাপন ।
- পরিকল্পিত কাজের মধ্যে শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বিকাশের সুযোগ রাখা ।
- শিশুর শিখন কার্যক্রমে তার নিকট পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে যথাসম্ভব উদাহারণ দেওয়া ।
- যথাসম্ভব বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে বাস্তব থেকে অর্ধবাস্তব ও বিমূর্ত ধারণা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি ।
- শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও নিকট পরিবেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ রাখা ।
- যথাযথ মূল্যায়নের উপায় ও কৌশল নিরূপণ করা ।
- শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান ও পুন: মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিতকরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
- দেশের সকল বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো মানের সমতা বিধানসংবলিত ধারণা প্রদান ।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার সুযোগ সৃষ্টি ।
- শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় ও কার্যক্রমে নারী-পুরুষ/ছেলেমেয়ের সমতা বিধানের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান ।
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের কার্যকরি সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত পরিকল্পিত কাজের আওতাধীন শিখনফলসমূহ অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ রাখা ।
- শিখনফলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ বিকাশ ও চর্চায় উজ্জীবিত করার কৌশল বিবেচনায় রাখা ।
- শিক্ষক সহায়িকায় সর্বত্র চলিত ভাষা ব্যবহার করা ।
- বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বানানরীতি অনুসরণ করা ।

IqvK eK I m¤úiK cVb mvgMx cYq‡bi Rb¨ wb‡`kbv:

সাধারণত সকল শিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রধান শিক্ষাসামগ্রী হলেও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে তা ভিন্ন । প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় যেহেতু শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত তাই তার শিখন কেবল জ্ঞান নির্ভর নয়, নিকট পরিবেশ নির্ভর । শিশু চারপাশ থেকে প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার শিখন কার্যক্রম নিরন্তরভাবে প্রবাহমান রাখে । শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে । কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ করে শেখে, কেউ আবার কথার মাধ্যমে শেখে । আবার যে দেখে শেখে, সে যে শুনে বা অন্যভাবে শেখে না তা কিন্তু নয় । প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরনে নিজস্বতা থাকে । শিশুর শেখার এ নিজস্বতা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পিত কাজ ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে । এ পরিকল্পিত কাজ ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে পরিচালিত করতে বা বাস্তবায়ন করতে শিক্ষকের সহায়তার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকের

সংযোগ স্থাপনের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয়। ফলে শিশুর শিখন ত্বরান্বিত হয়। তাই প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি ওয়ার্ক বুকের প্রণয়ন ও ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

IqvK eK I m¤úiK cVb mvgMx cYq‡b we‡eP¨ welq¸‡jv wb¤i¡c:

১. ওয়ার্ক বুক প্রণয়নে শিক্ষাক্রম নির্দেশিত শিখনক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের যথাযথ প্রতিফলন;
২. বিষয়বস্তুতে যাতে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন নিশ্চিত হয় তা বিবেচনায় রাখা;
৩. শিশুর নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উজ্জীবনের প্রণোদনা যাতে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা;
৪. বিষয়বস্তু উপস্থাপন যাতে যথাসম্ভব জীবনঘনিষ্ঠ ও কর্মকেন্দ্রিক হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করা;
৫. বিষয়বস্তু উপস্থাপনকালে জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন, নিকট পরিবেশ থেকে দূর পরিবেশ এবং বাস্তব ও অর্ধবাস্তব থেকে বিমূর্ত - এরূপ রীতি অনুসরণ করা;
৬. শিশুর বয়স, গ্রহণক্ষমতা, সামর্থ্য, আগ্রহ ও মানসিক পরিপক্কতা বিবেচনা করে পাঠ সংকলন ও রচনা;
৭. মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা প্রদান;
৮. ওয়ার্ক বুক এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে শিশু শিখনফল অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শিখনফল সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে পারে;
৯. শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও আগ্রহের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করা;
১০. নির্মল আনন্দ লাভের জন্য হাস্যরস ও কল্পনা বিকাশের উপযোগী মজার গল্প পরিবেশন;
১১. শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তি, যুক্তিবোধ, নান্দনিকতাবোধ ও সৃজনশীলতাকে প্রণোদনা দান;
১২. শিক্ষার্থীর ভাষা-দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;
১৩. শিশুমনের কল্পনা বিকাশের উপযোগী মজার গল্প পরিবেশন;
১৪. শিশুর কাছে পীড়াদায়ক হয় এমন ঘটনা/বিষয় পরিহার;
১৫. বাক্য গঠনরীতি ও শব্দচয়ন ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন হবে। অপ্রচলিত শব্দ ও দীর্ঘ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। বিভিন্ন পাঠের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন শব্দ, বিষয় ও কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় নিশ্চিত করা;
১৬. প্রারম্ভিক উপস্থাপনে অর্ধবাস্তব পর্যায়ে সকল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা;
১৭. প্রতিটি ধারণা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন; যেমন, ছবির সাহায্যে সংখ্যা মেলানো, ছবি গুণে সংখ্যা বলা, অনেক উত্তর থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা ইত্যাদি।
১৮. বাস্তবায়ন পর্যায়ে শিশুর সক্রিয় ও সার্বিক অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি;
১৯. পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ;
২০. শিখন বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন ন্যূনতম সহায়তায় শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে শিখতে পারে।
২১. ওয়ার্ক বুকে বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ছবি/চিত্র উপস্থাপনে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সমতা বিধান;
২২. একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
২৩. বিষয়বস্তুকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আকর্ষণীয় ছবি/চিত্র সংযোজন;

২৪. স্থানীয়ভাবে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায় এরূপ উপকরণের অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ওয়ার্ক বুক প্রণয়ন করতে হবে। শিশুর সৃজনশীল অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে এরূপ উপকরণ ও কাজ বিবেচনায় রাখা জরুরি ।
২৫. জাতীয় পতাকার মাপ ও রং সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে;
২৬. জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত ও সর্বজনবিদিত শিশুতোষ লোকজ ছড়া, গান, গল্প, খেলা ইত্যাদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত শিশুতোষ ছড়া, গান, গল্প, খেলা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্তির সুযোগ রেখে ওয়ার্ক বুক প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;
২৭. ওয়ার্ক বুক প্রণয়নের সময় এর বাস্তবায়নে মাতাপিতা, পরিবার প্রাথমিক শিক্ষায় জড়িত শিক্ষক, এস এম সি সদস্য ও সমাজের অন্যান্যদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;
২৮. সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত ওয়ার্ক বুক ও সম্পূরক পঠন-সামগ্রী বিবেচনায় রাখা;
২৯. সম্পূরক পঠন সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স (৫+), গ্রহণক্ষমতা, সামর্থ্য, আগ্রহ ও মানসিক পরিপক্কতা বিবেচনায় আনা;
৩০. ওয়ার্ক বুক ও সম্পূরক পঠন সামগ্রীতে চলিত ভাষা ব্যবহার;
৩১. বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বানানরীতি অনুসরণ ।

wkÿv DcKiY I †Ljvi mvgMx Dbœq‡b wb‡`kbv:

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার শিখনফল অর্জনকে সহজ, আকর্ষণীয় ও ত্বরান্বিত করে। তাই উপস্থাপিত শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে শিক্ষা উপকরণের যথাযথ সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ। এতে শিশুর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই ওয়ার্ক বুক প্রণয়ন, শিক্ষক সহায়িকা রচনা ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন একটি অভিন্ন পরিকল্পনা ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের বিষয়। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট ও আকর্ষণীয় উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, উদ্ভাবন ও নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:

১. শিশুর নিকট-পরিবেশ (Immediate environment)
২. বাস্তব উপকরণ
৩. উপকরণ যেন সহজভাবে ব্যবহার উপযোগী ও নিরাপদ হয়
৪. উপকরণ যেন বিনামূল্যে সংগ্রহ বা ব্যয় সাশ্রয়ী হয়
৫. আকর্ষণীয় ও রঙিন হয়
৬. স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহ করা যায় এমন
৭. শিক্ষকের উদ্ভাবনীশক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত
৮. বিষয়বস্তু ও শিখন-শেখানো কার্যাবলির মধ্যে যথাযথভাবে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম
৯. লিঙ্গ সমতার বিষয় (Gender sensitive)
১০. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ব্যবহার উপযোগী
১১. শিশুরা দৈনন্দিন কার্যক্রমে ব্যবহার করে এমন উপকরণ
১২. বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী
১৩. ছবি/চিত্র, চার্ট, ব্লক, কারু মডেল ইত্যাদি
১৪. উপকরণগুলোর বহুমাত্রিক ব্যবহার
১৫. সহজ সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট হয়

১৬. উপকরণগুলো যেন যৌক্তিক ও চিন্তন দক্ষতাকে উৎসাহিত করে
১৭. উপকরণগুলো যেন সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করে ।
১৮. সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ ও খেলার সামগ্রী বিবেচনায় রাখা ।

১১. gj¨vqb wb‡`kbv

মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিশুর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষাক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন অপরিহার্য। কারণ যথার্থ এবং যথোপোযুক্ত শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত করা না গেলে শিশুর কাঙ্খিত শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয় - যা শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমত : শিশুর কাঙ্খিত যোগ্যতা বা শিখনফল অর্জন নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয়ত : শিখনের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

তৃতীয়ত : শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষক-দক্ষতার যথার্থতা নিশ্চিত করা।

উপরিউক্ত তিনটি বিষয় একটি অপরটির পরিপূরক। শিশুদের দ্বারা কাঙ্খিত শিখনফল অর্জনের জন্য শিখনের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন পরিবেশের প্রধান তিনটি বিষয় হলো – ভৌত সুবিধাদি, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও আন্তঃব্যক্তিক মূল্যায়ন। শিখন পরিবেশের এই তিনটি বিষয় কাঙ্খিত শিখনফল অর্জনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

শিক্ষাক্রমসহ শিখন-শেখানো কৌশল, শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষকের দক্ষতা প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত কাঙ্খিত যোগ্যতা বা শিখনফল এই বয়সের শিশুদের জন্য কতটা যথোপযুক্ত ও শিশুর বিকাশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম বা শিক্ষক সহায়িকায় প্রস্তাবিত শিখন-শেখানো কৌশল শিক্ষার্থীর অর্জনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের পাঠ পরিচালন দক্ষতার সাথে শিশুর শিখন সরাসরি নির্ভরশীল। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার যথার্থতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। উপরিউক্ত বিষয়কে বিবেচনাপূর্বক প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়ন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

gj¨vq‡bi D‡Ïk¨:

প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুর বয়স ৫+। এ বয়সের শিশুর নিকট নিরাপদ শিখন পরিবেশ এবং আনন্দঘন শিখন শেখানো কৌশল তার শিখন অগ্রগতি এবং সার্বিক বিকাশের পূর্বশর্ত। তাই শিখন অগ্রগতির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের নিরাপদ পরিবেশে শিখন শেখানো কৌশল ও শিক্ষাক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন কতটুকু সফল হচ্ছে তা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর আলোকেই প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- শিশুর শিখন অগ্রগতি ও সার্বিক বিকাশ যাচাই এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা-
    - o শিশুর শিখন অগ্রগতি ও সার্বিক বিকাশ যাচাই করা;

- o বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- o পিতামাতাকে শিশুর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা যাতে করে বিদ্যালয় ও বাড়ির পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় আরও শক্তিশালী ও অটুট হয়;
- o শিশুর শিখন চাহিদা যথাযথভাবে পূরণের জন্য শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও কৌশল পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা ।

- বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরূপণ করা-
    - o বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশ নিরূপণ;
    - o যথাযথ শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ।

- শিক্ষাক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা
    - o শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা;
    - o শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষক যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন সেগুলোর সমাধানে সহায়তা করা;
    - o শিক্ষণ প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও শিখন-শেখানো সামগ্রির যথার্থতা যাচাই;
    - o শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
    - o শিক্ষাক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশলের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন এবং সংশোধন করা ।

সর্বোপরি সকল পর্যায়ে মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর কাঙ্খিত বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে সার্বিক সহায়তা করা, কোনোভাবেই কেবল শিশুর সঙ্গে শিশুর বা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের তুলনা করা নয় ।

wkïi wkLb AMÖMwZ I mvweK weKvk gj¨vqb:

প্রাক প্রাথমিক স্তরে ৮টি শিখনক্ষেত্রের আলোকে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিরূপণপূর্বক শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে । শিখনফলগুলোতে শিশুর প্রত্যাশিত আচরণিক পরিবর্তন সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । আশা করা যায় শিখনফলগুলো অর্জনের মাধ্যমে শিশুরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিখন অগ্রগতি ও সার্বিক বিকাশ লাভ করবে ।

যথাযথ পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকর শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল পরিচালনা করলে শিশুরা শিখনফলগুলো অর্জন করে থাকে । আর পাঠ পরিকল্পনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে মূল্যায়ন - যার দ্বারা শিশু নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা যাচাই করা হয় অর্থাৎ শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়, যাকে আমরা শিশুর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন বলতে পারি । এভাবে শিশুর শিখন অগ্রগতি প্রতিনিয়ত যাচাইপূর্বক শিশুর ঘাটতি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর দ্বারা কাঙ্খিত শিখনফল পুরোপুরি অর্জন করানো শিশুর মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য ।

gj¨vqb bxwZgvjv

উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning) এবং শিখনের মূল্যায়ন (Assessment of Learning)। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিখনের জন্য মূল্যায়নকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিখনের জন্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিখনের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর মূল্যায়ন হবে পুরোপুরি অনানুষ্ঠানিক এবং ধারাবাহিকভাবে তা পরিচালিত হবে। কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি তা মৌখিক বা লিখিত যেরকমই হোক না কেন, সেটি সত্যিকার অর্থে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়। শিশুর সক্ষমতা ও বিকাশ সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার পরিবর্তে এটি কেবল শিশুর উপর প্রচ- চাপ সৃষ্টি করে। আর এই অনাকাঙ্খিত চাপ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক স্তরে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা একটি অপ্রয়োজনীয় ও অনুপযোগী পদ্ধতি। কোনভাবেই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা পদ্ধতি কাম্য নয়। এ স্তরের শিশুদের অনানুষ্ঠানিক ও ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যায়ন অবশ্যই একটি বাস্তব শিখন পরিবেশে শিশু-বান্ধব উপায়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে শিখনফলের ভিত্তিতে শিশুর সামর্থ্য ও শিখন দক্ষতা (Performance) বিশ্লেষণ করা উচিৎ। এরূপ বিশ্লেষিত তথ্য শুধু যে শিশুর বর্তমান শিখন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতির প্রতিফলন করবে তাই নয়, বরং এটি শিক্ষককে তার শিখন শেখানো কৌশল আরও উন্নত করতে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে পরামর্শ দিতে সহায়তা করবে। শিশুর শিখন ও অন্যান্য অর্জন অগ্রগতি সম্পর্কিত যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা যেন আরও ব্যাপক ও সঠিক হয়, সেজন্য সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এরূপ তথ্যের উৎস হতে পারে পিতামাতা, শিক্ষক, শিশুর সহপাঠী, বন্ধু, ভাইবোন কিংবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন সময়ে শিশুর সাথে আলোচনা, কাজ, খেলা বা ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এরূপ তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

wkï gj¨vq‡bi bxwZgvjv

- মূল্যায়নের ভিত্তি হবে **Criterion referenced assessment**
- শুধু মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন না করে শিখনফলের ভিত্তিতে শিশুর মুল্যায়ন করতে হবে
- মূল্যায়নকে প্রতিদিনের পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কাজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করা যেতে পারে।
- পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে অনানুষ্ঠানিক ও ধারাবহিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য সুসংগঠিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুর বিভিন্ন অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়া ও প্রশংসা করার পাশাপাশি তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ও দূর্বলতাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবককে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই একটি সুব্যবস্থিত ও ইতিবাচক উপায়ে শিশুর মূল্যায়নের ফলাফল অবহিত করতে হবে।
- শিখনফলের প্রকৃতি ও পরিসর অনুযায়ী মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

gj¨vqb †KŠkj I c×wZ:

কৌশলগত দিক থেকে মূল্যায়নকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। গাঠনিক (Formative) মূল্যায়ন ও সামষ্টিক (Summative) মূল্যায়ন। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে গাঠনিক ও সামষ্টিক উভয় কৌশলই নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের এই মূল্যায়নের আওতায় রাখতে হবে এবং প্রত্যাশিত শিখন অগ্রগতি যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল্যায়নের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করা জরুরি যা শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে। মূল্যায়ন দুইভাবে হতে পারে ১. অনানুষ্ঠানিক ও ২. ধারাবাহিক।

Abvbôv‡bK gj¨vqb:

শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফলগুলো অর্জিত হচ্ছে কি না তা প্রতিনিয়ত যাচাই করা প্রয়োজন। শিক্ষক নিজস্ব সামর্থ্য ও কৌশল এবং শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করে পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে শিশুদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন এবং সে অনুযায়ী ফলাবর্তন (Feedback) প্রদান করবেন। এ ধরনের মূল্যায়নে তথ্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষক তার ধারণা ও বিচারবোধ থেকে শিশুর অগ্রগতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

avivevwnK gj¨vqb:

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিশুর শিখন অগ্রগতি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সূচকের আলোকে মূল্যায়ন টুল তৈরি করে মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে নিম্নে উল্লিখিত কৌশলসমুহ ব্যবহার করা যেতে পারে:

ch‡e¶Y: প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়নের সবচেয়ে উপযোগী কৌশল হলো পর্যবেক্ষণ। এই স্তরে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের জন্য চর্চা করে, যেগুলো অনেক সময় মৌখিক বা লিখিত কোনোভাবেই যাচাই করা যায় না, এক্ষেত্রে শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন। প্রতি মুহূর্তে শিক্ষক শিখনফলগুলো অর্জনে তাঁর পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগাবেন এবং শিশুর শিখন-স্তর এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য যাচাই করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণ-ছক প্রণয়ন করতে হবে।

†gŠwLK: কিছু শিখন যোগ্যতা আছে যেগুলো লিখিতভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, যেমন, ছড়া আবৃত্তি, ভূমিকাভিনয়, নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করা, গান ইত্যাদি। এ ধরনের কাজগুলো শিক্ষক মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেয়া, শুদ্ধ উচ্চারণ, স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি সূচক বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

wjwLZ: কিছু শিখন যোগ্যতা রয়েছে যেগুলো মৌখিকভাবে যাচাই করা যায় না, যেমন ছবি আঁকা, আঁকিবুকি আঁকা, বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারা ইত্যাদি। এগুলো লিখিতভাবে যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট কাজটির স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও বোধগম্যতা।

†cvU‡dwjI: পোর্টফোলিও হলো বিভিন্ন সময় শিশু যেসব কাজ বা জিনিস তৈরি করে তার সংগ্রহ। এর মাধ্যমে শিশুদের ধারাবাহিকভাবে শিখনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যায়।

GmwBb‡g›U: কিছু কিছু শিখনফল অর্জনের জন্য শিশুদের এসাইনমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স এ উল্লিখিত ৭.১.১-৭.১.৩ নং শিখনফলগুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসাইনমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে শিশুর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন ও তার শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা যেতে পারে।

†K gj¨vqb Ki‡eb:

মূল্যায়নের মূল দায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষকের। শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে শিখনফলের ভিত্তিতে শিশুদের শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করেন। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখনফলসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেশ কিছু শিখনফল শুধুমাত্র শিক্ষকের পক্ষে এককভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স এ ১.১.২, ২.৪.৪, ২.৬.৫ প্রভৃতি শিখনফলের শিখন অগ্রগতি পরিমাপের কৌশল বিবেচনা করা যেতে পারে। শিশুর পরিবার বা অভিভাবকের সরাসরি সহযোগিতা ব্যতিত উল্লিখিত শিখনফলের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন কর্মকান্ডে শিক্ষকের সাথে পরিবারেরও ভূমিকা রয়েছে।

ক) wk¶‡Ki fwgKv: শিশুর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ও শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পুরোভাগে থাকেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের শিখন-শিখানো পরিবেশও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা ও শিক্ষক তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য প্রয়োগ করে সুষ্ঠু শিখন-শিখানো পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। একটি নিবিড় অংশগ্রহণমূলক শিখন-পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে শিক্ষক শিশুর শিখন অগ্রগতি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য যাচাই করে প্রয়োজনীয় নিরাময়ের ব্যবস্থা করবেন।

খ) gvZwcZv/Awffve‡Ki fwgKv: শিশুর শিখন-প্রক্রিয়া এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে নিশ্চিত ও নিস্কন্টক করার জন্য মাতাপিতাকে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। কেননা মাতাপিতাই হলেন শিশুর প্রথম শিক্ষক, তাঁদের হাত ধরেই শিশুর বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে অভিষেক ঘটে। তাই বিদ্যালয় ও বাড়ির সর্ম্পক নিশ্চিত করা গেলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। সেই সাথে মাতাপিতা ও অভিভাবকের মূল্যায়ন সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন আনার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

wi‡cwUs

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বয়োবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুকে বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করতে হয়। শিশুরা এই উন্নয়ন মাইলফলকগুলো যথা সময়ে অর্জন করতে পারছে কি না এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে কিনা তা জানার জন্য সব শিশুর স্বতন্ত্র তথ্য-সংরক্ষণ করা জরুরি। সংরক্ষিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিশুদের রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা যেতে পারে। রিপোর্ট কার্ডের ভাষা হতে হবে সহজ, সরল এবং যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট।

রিপোর্ট কার্ডে ৮ টি শিখনক্ষেত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুর শিখন অগ্রগতি যতটুকু সম্ভব সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। শিখনক্ষেত্রের শিখন অগ্রগতি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল কে পল্লবিত করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। মূল্যায়ন নীতিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যায়নের ভিত্তি হবে **Criterion referenced** assessment। সুতরাং প্রতিটি শিশুকে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করানো হলো এই শিক্ষাক্রম এবং মুল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য। তাই রিপোর্ট কার্ডে নম্বর প্রদানের কোনো সুযোগ নেই অথবা এক শিশুর সাথে অন্য শিশুর তুলনা করার ব্যবস্থা রাখাও ঠিক হবে না।

we`¨vj‡qi mweK wkLb cwi‡e‡ki h_v_Zv wbi|cY Kiv

শিশুর শিখন অগ্রগতি শুধুমাত্র শিক্ষক এবং শিখন শেখানো কৌশলের উপর নির্ভর করে না। কোন পরিবেশে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিখন অগ্রগতির পাশাপাশি শিখন পরিবেশ মূল্যায়নও এ স্তরের জন্য অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে 'প্রাক-শৈশব শিখন পরিবেশ পরিমাপক' (Early Childhood Environment Rating Scale) ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি প্রধানত একটি সার্বিক মূল্যায়ন কৌশল। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর বাস্তব শিখন পরিবেশ মূল্যায়ন করার জন্য এটি প্রণীত হয়েছে। ECERS এ প্রধানত শিখন পরিবেশের তিনটি বিষয় যেমন: ভৌত পরিসর, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক মূল্যায়িত হয়ে থাকে। শিশুর বাস্তব শিখন-পরিবেশের এই ত্রয়ী বিষয়সমূহ শিশুর শিখন ও সার্বিক বিকাশকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ECERS এ সাতটি পরিমাপক বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. ভৌত পরিসর ও শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা:
২. ব্যক্তিগত যত্ন ও রুটিন:
৩. ভাষা ও যৌক্তিক চিন্তন:
৪. পরিকল্পিত কাজ:
৫. মিথস্ক্রিয়া:
৬. কার্যক্রম কাঠামো:
৭. পিতামাতা ও শিক্ষক:

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে 'প্রাক-শৈশব শিখন পরিবেশ পরিমাপক' (ECERS) কে দেশীয়করণ করা যেতে পারে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন অংশিজন যেমন- শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, AUEO, UEO, DPEO, এনসিটিবি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক শিখন পরিবেশের যথার্থতা নিরুপন করা যেতে পারে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনিয় ফলাবর্তন প্রদান করা যেতে পারে ।

cvK-cv_wgK wk¶vµg gj¨vqb:

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । প্রতিনিয়ত ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে । সেই সাথে শিশুর বিকাশ ও উন্নয়ন বিষয়ক ধারণারও পরিবর্তন হচ্ছে । পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন করা প্রয়োজন । একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি শিক্ষাক্রম শিশুর যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কতটা কার্যকর তা পরিমাপের জন্য শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করা হয় ।

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রীর কার্যকারিতা, ফলপ্রসূতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দুর্বলতা পরিমাপ করা যেতে পারে । সাধারণত শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তার বাস্তবায়নের দিন থেকেই ।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূল দায়িত্ব 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' এর । সুতরাং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ মূল্যায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই মূল্যায়নে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অংশ নেবে । তাছাড়া অন্যান্য অংশীজনদেরও শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে ।

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯ÍK †evW (GbwmwUwe) cieZ‡Z gj¨vqb I wk¶vµg Dbq‡bi mv‡_ mswkøó e¨w³-eM‡`i wb‡q gj¨vq‡bi Rb¨ we¯ÍvwiZ cwiKíbv (**Design**), gj¨vqb c×wZ Ges Ujm (**Tools**) Dbqb Ki‡e|

12. wkÿv µ‡g i mdj ev¯Íevq‡bi †KŠkjmgn

একটি শিক্ষাক্রমের তুলনামূলক সাফল্য নির্ভর করে এর সফল বাস্তবায়নের উপর। একটি শিক্ষাক্রম যত উত্তমভাবেই উন্নয়ন বা প্রণয়ন করা হউক না কেন, এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হলে কিংবা খ-িতভাবে বাস্তবায়িত হলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা প্রণয়নের পাশাপাশি নির্দেশিত পদ্ধতিতে এর সফল বাস্তবায়ন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম একটি উৎকৃষ্ট দলিল হিসেবে হাতে থাকলেই চলবে না, শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে কার্যকর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার সংশ্লিষ্ট প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ একটি সময়সাপেক্ষ ও কষ্ট সহিষ্ণু প্রক্রিয়া। রাতারাতি কোন বড় পরিবর্তন এক্ষেত্রে আশা করা যায় না। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষে এর বাস্তবায়ন পর্যন্ত নানা স্তরে বহুবিধ কর্মকা- রয়েছে যেগুলো সম্পন্ন করতে নানারকম বাঁধা/সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকরা জানেন না যে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে কাঙ্খিত শিক্ষাক্রম লক্ষ্যকে তাঁদের চর্চায় লঙ্ঘন করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষে নবতর চর্চার সূচনা করতে হলে শিক্ষাক্রমকে শুধু দলিল হিসেবে না দেখে সার্বিকভাবে এর বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বলতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাক্রম দলিল একশভাগ অনুসরণ করা বুঝায় না বরং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী যে প্রয়োজনীয় অভিযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে তা বুঝে বাস্তবায়নের সকল ধাপে সচেতনভাবে এর প্রয়োগকে বুঝায়। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন কৌশল, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে কী নতুনত্ব রয়েছে, কোথায় কোথায় প্রাথমিক স্তরের সাথে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ভিন্নতা রয়েছে, কোথায় যোগসূত্র রয়েছে কিংবা কিভাবে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ভূমিকা রাখছে তা শিক্ষকসহ সকলের কাছে স্পষ্ট না হলে এটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ণ থেকে শুরু করে এর বিস্তরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের প্রতিটি ধাপে উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা (Clarity) ও কর্মপরিকল্পনা সুনির্ধারিত রাখতে হবে।

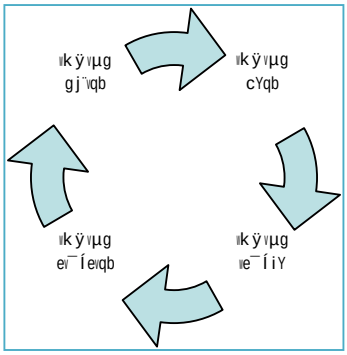

12.1 wkÿvµg we¯Íi Y:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের একটি অবিভাজ্য অংশ, সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে এই শিক্ষাক্রমের বিস্তরণ ঘটাতে হবে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থার নানা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসক/ব্যবস্থাপকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ নিবিড়ভাবে প্রদান করতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পালন করে সফলভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে পারেন। এজন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক পুল তৈরি করবেন যারা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান করবেন। জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত মুখ্য প্রশিক্ষকগণ পরবর্তিতে জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান করতে পারেন। নানা পর্যায়ের এ সকল প্রশিক্ষণের মেয়াদ অংশগ্রহণকারী ও তাদের দায়িত্ব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এবং যেসকল শিক্ষা কর্মকর্তা সরাসরি একাডেমিক সুপারভিশনে জড়িত তাঁদের নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। আর যারা ব্যবস্থাপক হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাঁরা পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ওরিয়েন্টেশন পাবেন।

12.2 wkÿK cwkÿY I wkÿ‡Ki †ckvMZ `ÿZv e×:

যেকোন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামর্থ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষকগণ কেবল এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারেন। তাই একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা একটি সফল শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের সর্বশেষ স্তরে শিক্ষকগণ নিবিড় প্রশিক্ষণ লাভ করবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের একটি মাত্র প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল থাকতে হবে যেখানে শিক্ষকগণ তাদের সমস্যা ও নিজস্ব উদ্ভাবনা মতবিনিময় করে পারস্পরিক সমাধান ও দিক নির্দেশনা পেতে পারেন। এজন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর অন্তর শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

রিফ্রেশার্সের পাশাপাশি সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক সুযোগ ও সহজলভ্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন, শিক্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছোট ছোট কৌশল বা টিপস শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের এককালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ যেমন, Diploma in Education এ প্রাক-প্রাথমিক

শিক্ষা বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মত মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রাক-প্রাথমিক প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এভাবে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization) করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিনিয়ত যেসব নতুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ও নিয়োজিত হবেন, তাদেরকেও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। এভাবে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখতে হবে।

12.3 wkÿvµg ev¯Íevq‡b †fŠZ myweavw` I Ab¨vb¨ welqmgn

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সময় এর যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে নির্দিষ্ট কিছু ভৌত সুবিধাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে যা এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। বাস্তবায়নের গুনগত মানকে একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমনভাবে এই সুবিধাদি ও বিষয়ের কথা চিন্তা করা হয়েছে যেন বর্তমানে সমভাবে নিশ্চিত করা না গেলেও সময়ের সংগে সংগে তা পর্যায়ক্রমে অর্জন করা যায়। নিম্নে সুবিধাদি ও অন্যান্য বিষয়সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

†kwY‡Z wkïi msL¨v: একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশুর উপস্থিতি চিন্তা করে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনে নির্ধারিত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ জনের অধিক শিশু একটি শ্রেণিতে থাকলে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনায় যেমন শিক্ষক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন, তেমনি প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা শিশুর যথাযথ শিখনের অন্তরায় হবে। সুতরাং একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশু থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি ৩০ জন শিশুর অধিক কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আরও একটি শাখা খোলার প্রয়োজন হবে।

†kwY‡Z wkÿ‡Ki msL¨v: ৩০ জন শিশুর একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কমপক্ষে একজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। তবে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং শিখনের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে এক থেকে দুই জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/অভিভাবক এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/অভিভাবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রযোজনীয়তা রয়েছে।

†kYxKÿ: ৩০ জন শিশু নিয়ে ন্যুনতম মান বজায় রেখে শিক্ষাক্রমের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তত ২৫০ বর্গফুট মাপের একটি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষটি খোলামেলা ও আলো-বাতাসপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষ সংলগ্ন হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট থাকতে হবে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ ও খেলা পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে খোলা জায়গা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

c‡qvRbxq AvmevecÎ I wbqwgZ †ókbwi mieivn: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ যথাসম্ভব খোলা বা উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন যেন শিশুরা চলাফেরার যথেষ্ট জায়গা পায়। শিশুদের বসার জন্য মাদুর থাকতে পারে যেন শিশু ইচ্ছেমত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং আরাম করে বসতে পারে। ডেস্ক ওয়ার্কের জন্য সম্ভব হলে শিশুদের বসার উপযোগি কিছু ছোট ছোট চেয়ার ও টেবিল থাকতে পারে। এছাড়া শিশুদের উচ্চতার সাথে মিল রেখে একটি চকবোর্ড এবং শিশুদের

কাজ, আঁকা ছবি এবং লেখা প্রদর্শনের জন্য ডিসপ্লে বোর্ড, শেলফ, তাক ও হ্যাঙ্গার রাখা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের জন্য এ সকল স্থায়ী সম্পদ ছাড়াও কিছু নিয়মিত ব্যবহার্য জিনিসের (ষ্টেশনারি) প্রয়োজন পড়ে যা শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন, রঙিন কাগজ, চক, ডাস্টার, কাঁচি, আঠা, পোস্টার পেপার, ব্লু ট্যাক ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন শিখন-শেখানো সামগ্রি যেগুলো ব্যবহারের পর কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

wkLb-†kLv‡bv mvgMx I DcKiY: শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী যে সমস্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ শ্রেণি পর্যায়ে পৌঁছানো প্রয়োজন যথাসময়ে যথাযথভাবে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক এ সামগ্রি ও উপকরণসমূহ উন্নয়ন করা হয়েছে বিধায় এগুলোর যথাসময়ে সরবরাহ ও কার্যকর ব্যবহার বিঘ্নিত হলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের সামগ্রি/উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে শ্রেণি পর্যায়ে তাও নিশ্চিত করা জরুরি।

wkLb mgq: প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো সময় হবে আড়াই ঘন্টা। সপ্তাহে ৬ কার্যদিবস ধরে সকল ধরনের সরকারি ছুটি, অনাকাঙ্খিত ছুটি, বিভিন্ন উৎসব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শ্রেণিকক্ষের জন্য বছরে মোট ১৮৫ কার্যদিবস ধরে এই শিক্ষাক্রমটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে এখানে শুধু শ্রেণিকক্ষের সময়কেই বিবেচনা করা হয়নি বরং অনেকক্ষেত্রে শিশুর বাড়িতে কাটানো সময়কেও বাস্তবায়নের আওতায় আনা হয়েছে। সুতরাং শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ১৮৫টি কার্যদিবসে প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে এই শিক্ষাক্রমের সকল পরিকল্পিত কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে।

12.4 GKv‡WwgK ZËveavb I cwiexÿY

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ব্যবস্থাসহ শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে প্রস্তাবিত সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন এবং শিখন-শেখানো সামগ্রির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য বাস্তবায়ন ব্যবস্থার দৃশ্যপটসহ শ্রেণিকক্ষে একটি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক তত্ত্বাবধানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে শিক্ষক এককালীন ও চলমান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় পরিচালিত হবেন। একাডেমিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রধানত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত এবং উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে গুণগত মান নিশ্চিতকরণ পরিদর্শন (Quality Assurance Inspection)। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও জনবলকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের কথা বিবেচনায় রেখে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কাজে সম্পৃক্ত করবেন। পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য ও ফোকাস সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট ছক বা টুল ও পদ্ধতি ব্যবহার করে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ যথাযথভাবে প্রত্যেকটি পর্যায়ে পাঠিয়ে এ সংক্রান্ত কার্যকর

ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মোটকথা পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য যেন হয় শিশুর বিকাশ ও শিখনকে ত্বরান্বিত করা, কোন ভাবেই বাস্তবায়নকারী অংশীজনের দোষ বা গাফিলতি ধরা নয়। এজন্য সকল ধরনের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং নিবিড় শ্রেণিকক্ষ তত্ত্বাবধায়নের একটি সংস্কৃতি তৈরি করে তুলতে হবে যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার নানা পর্যায়ে সকল ধরনের শিখন-শেখানো সামগ্রির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে একটি পরিবীক্ষণ ও সুপারভিশন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে যেখানে উদ্দেশ্য, ফোকাস, নির্দিষ্ট ছক বা টুল ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে।

12.5 b¨bZg gvb wbaviY I AbmiY

শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা রয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকিতে না ফেলতে পারে সেজন্য শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি ন্যুনতম মান নির্ধারণ ও অনুসরণ করা যেতে পারে। এই ন্যুনতম মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য থাকবে ন্যুনতম চাহিদা পূরণ করে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কাঙ্খিত মানে পৌঁছানো। ন্যুনতম মান নির্ধারণে যে বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখতে হবে তা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ, শিশুর সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, ক্লাস পরিচালনার মোট সময়, আসবাবপত্র ও শিখন-শেখানো সামগ্রি ও উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিয়মিত মনিটরিং, একাডেমিক সুপারভিশন, পরিবারের সম্পৃক্ততা, স্কুলের এবং প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা, এসএমসির ভূমিকা ইত্যাদি।

12.6 cwievi‡K AvbôwbKfv‡e wkLb-†kL‡bv Kv‡R m¤ú³KiY

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় নির্দিষ্ট শিখন ফল অর্জনে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজের উপরই শুধু নির্ভর করা হয়নি বরং বাড়ি বা পরিবারের সংগে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও শিখন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে স্কুল পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারকে সম্পৃক্ত করা জরুরি। যেহেতু বিকাশ ও শিখনের বেশকিছু ক্ষেত্রে পরিবারের উপর নির্ভরতা রয়েছে সেহেতু পরিবারকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করলে শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না।

12.7 mvgwRK ixwZ I PPvq cwieZb

শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী ও ব্যক্তিবর্গদের যত প্রশিক্ষণই দেওয়া হোক না কেন, শিক্ষা সম্পর্কিত সামাজিক রীতি, বিশ্বাস ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন না আনতে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না। একটি নতুন শিক্ষাক্রম প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের এই পদক্ষেপে ধরে নেওয়া হয় যে, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা পেশাজীবীরা শিক্ষাক্রমের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও সুপারিশমালা বিশ্বাস ও আত্মস্থ করবেন এবং সে অনুযায়ী তাঁদের শিখন-শেখানো চর্চা পরিবর্তন করবেন। এজন্য নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হলো শিক্ষার সকল অংশীজনদের মধ্যে একটি বিশ্বাস ও বোঝাপড়া (understanding) তৈরি

করা যেখানে পরিবর্তনের নির্দেশিত দিকে পৌঁছানো সম্ভব। শুধু শিক্ষাক্রম দলিলের তাত্ত্বিক ধারণায় পরিবর্তন আনলেই যে চর্চায় পরিবর্তন আসবে তা নয়। তাত্ত্বিক ধারণা থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্নিহিত চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে তা অর্জন করা সম্ভব হবে।

12.8 wkÿv µg gj¨vqb

শিক্ষাক্রম কোন স্থির দলিল বা বিষয় নয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যদিও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যাপক আকারে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তবুও সময়ের সংগে সংগে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও এর যথার্থতা মূল্যায়ন করা জরুরি। কাঙ্খিত শিক্ষাক্রম শ্রেণিকক্ষে কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে বা অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল শিশুরা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা যাচাই এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাস্তবায়নের শুরু থেকেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংগে নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকে খন্ডকালীন কাজ হিসেবে না দেখে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গঠনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল যথাযথভাবে ব্যবহার করে শিক্ষাক্রম এবং এর বাস্তবায়নকে আরো বেগবান ও অর্থপূর্ণ করার একটি পূর্ব নির্ধারিত কৌশলও সেই ব্যবস্থায় থাকতে হবে।

13.cwievi †_‡K cwZôwbK wkÿv¯Í‡i DËiY (Transition)

পরিবার থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারপর প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে শিশুকে ক্রমাগত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হয় এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয়, যা তার বয়সের তুলনায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। পরিবারের পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশ যথেষ্টই ভিন্নতর হয়। আবার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-পরিবেশ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো পরিবেশেরও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথাযথভাবে প্রস্তুত করে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উত্তরণে সহায়তা করা। মাতাপিতা এবং শিক্ষক যদি এই উত্তরণে যথাযথ সহায়তা করতে না পারেন, তবে তা শিশুর পরবর্তী জীবনের শিখনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, যারা বাড়িতে মাতাপিতার কাছ থেকে শিখন-সম্পর্কিত তেমন কোনো সহায়তা পেয়ে আসে না, তারা হঠাৎ করে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভেতরে এসে নিজেকে ধাতস্থ করতে অক্ষম হয়ে অনেক সময় ঝরে পড়ে। এই নতুন পরিবেশের সাথে সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে না পারলে শিশুর বিভিন্ন ধরনের আচরণিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। যেমন- ভয় পাওয়া, কান্নাকাটি করা, উদ্বিগ্নতা প্রদর্শন, বিদ্যালয়ে না যাওয়ার মনোভাব ও নতুন কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি বা কিছুকে মেনে না নেওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনায় সকল পর্যায়ের প্রতিটি ধাপে যদি শিশুর বিকাশের উপযোগী একটি সহজ ও শিশু বান্ধব উত্তরণ পরিবেশ তৈরি করা না যায়, তাহলে শিশুর বিকাশ ও শিখনের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে এ উত্তরণের প্রস্তুতি মানে শুধু শিশুকে প্রস্তুত করা নয় বরং মাতাপিতা, পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকেও শিশুকে গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো নিম্নরূপ।

13.1 gvZwcZvi c¯wZ: এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালার অন্যতম একটি নীতি হলো পরিবারের সম্পৃক্ততা। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাসহ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাই বিভিন্নভাবে পরিবারের সম্পৃক্ততা ও মাতাপিতার ভূমিকার বিষয়টি এসেছে। এই সম্পৃক্ততার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়ির অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে উত্তরণে পিতামাতা যেন যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি শিশুর বিকাশ ও শিখনে সহায়তা করতে পারেন। শিশুর বাড়ি থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেখান থেকে প্রাথমিক স্তরে উত্তরণের আনুষ্ঠানিক পর্বটি যাতে আনন্দঘন ও সুখকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় সেজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ ও কার্যক্রমে মাতাপিতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা শিশুর স্বল্প পরিচয়ের গ-িতে তার সবচেয়ে কাছের ও নির্ভরতার মানুষ হলো তার মাতাপিতা। এজন্য শিশুর বিদ্যালয়ে অভিষেকের প্রথম দিনে মাতাপিতাদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে মাতাপিতা শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসবেন ও তাদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন। এসময় বিদ্যালয়ে শিশুর সানন্দ অভিষেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মাতাপিতার ভূমিকা আলোচনা করে বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পরিবারের সম্পৃক্ততা বা মাতাপিতার যথাযথ ভূমিকা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা সহজ নয়। যেহেতু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয় ও পরিবারের সম্পৃক্ততা ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিকভাবে

গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেহেতু শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি ধারণা থেকে পরিবার-বিদ্যালয় অংশীদারিত্বের ধারণার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তিত ধারণার সুফল পেতে পরিবার ও মাতাপিতাকে প্রস্তুত করার উদ্যোগ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় থাকতে হবে। পরিবার ও মাতাপিতাকে প্রস্তুত করে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমুহের আলোকে ewo-we`¨vjq mn‡hwMZvi একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

- নিজেদের পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি এবং বাড়ি ও বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ ও শিখন সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিয়মিত আনুষ্ঠানিক সেশনের ব্যবস্থা রাখা;
- প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনায় মাতাপিতার জ্ঞান, দক্ষতা ও করনীয় সম্পর্কে প্যারেন্টিং এডুকেশন এর ব্যবস্থা রাখা;
- বাস্তবতার আলোকে সম্ভব হলে মাতাপিতাকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানো;
- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সংগে মিল রেখে বাড়িতে শিশুদের সহায়তা করার কৌশল রপ্ত করানো;
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় মাতাপিতার মতামত ও অংশগ্রহণ।

যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় এই ধারণার বাস্তবায়ন সহজ নয় সেহেতু এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমুহ অনুসরণ করা যেতে পারে:

- পরিবারের সংগে যোগাযোগের ধরণ, সময়, পদ্ধতি, সংখ্যা ইত্যাদি হবে ভিন্ন ভিন্ন, নমনীয় এবং পরিবার বা মাতাপিতাকেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের চেয়ে এক্ষেত্রে পরিবারের প্রয়োজন এবং তাদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশু যেমন আলাদা তেমনি প্রতিটি পরিবারেরও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন, মাতাপিতা উভয়েই কর্মজীবী, গ্রাম থেকে শহরে আসা, প্রথম প্রজন্ম শিক্ষিত, বিবাহ বিচ্ছেদ বা একক পরিবার ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে শিশুর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস থাকতে পারে। বিদ্যালয়ের কাছেও তাদের প্রত্যাশা থাকতে পারে ভিন্ন। মাতাপিতার শিক্ষা বা পেশার ধরন সরাসরি তাদের সম্পৃক্ত হবার ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে। এজন্য বিদ্যালয়কে নানা ধরণের কর্মকা- পরিকল্পনা করতে হবে যেন মাতাপিতাদের বহুবিধ প্রত্যাশা পূরণ করা যায়।
- শিশুর কাছে মাতাপিতার প্রত্যাশা অনেকটাই ব্যক্তিক (Subjective) যা সবসময় যুক্তিনির্ভর নয় অথচ শিক্ষকের প্রত্যাশা আবার হওয়া উচিত যৌক্তিক। শিশুর প্রতি মাতাপিতার পছন্দ ও প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষকের সংগে যেন কোন সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব না ঘটে তা সচেতনভাবে লক্ষ্য রেখে যোগাযোগ করতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার আরো যে উপাদানসমূহ আছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

12.2 we`¨vj‡qi c¯wZ: মনে রাখতে হবে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় একটি শিশুর অভিষেক হলো তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। একই সাথে পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের সাথে এটাই শিশুর ভিন্ন পরিবেশে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা ও অপরিচিত পরিবেশে আগমন এবং অপরিচিত অপরাপর শিশু ও শিক্ষকের সাথে তার মেলামেশা ও মিথষ্ক্রিয়ার প্রথম পর্ব। তাই এই পরিবেশে শিশু খাপ খাওয়ানোর বাধা উত্তরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও মাতাপিতার যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। বিদ্যালয় এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান, উষ্ণ অভ্যর্থনা আয়োজন করার পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে মাতাপিতার নিবিড় সহায়তা নিতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার প্রথম পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও চারপাশের পরিবেশ ও ভৌতসুবিধাদি যেমন, শিশুবান্ধব আসবাব, টয়লেট, হাত ধোয়ার জায়গা, পানি ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের অবহিতকরণ বিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। দৈনন্দিন শ্রেণির কাজের অংশ হিসেবে শিশুদের ক্রমান্বয়ে এ অবহিতকরণ, পর্যবেক্ষণ ও স্কুল ভ্রমণ কার্যক্রম তাদের দ্রুত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। যেকোন প্রয়োজনে বা পরিস্থিতিতে শিশু তাৎক্ষনিকভাবে যেন তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারে শ্রেণিতে সেরকম একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর দৈনন্দিন আচরণিক অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য খুব সহনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানকে তার কাছে গ্রহণযোগ্য, আগ্রহ ও আস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়। একটি নিরাপদ, সহযোগী, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল কর্মী শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমত্বের একটি মানসিকতা নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে শিশুরা তাদের অমিত সম্ভাবনার বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়,এই অভিজ্ঞতা শিশুর বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি এবং তার আজীবন শিখন মানসিকতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

13.3 Dch³ I h_vh_ wkÿvµg: বাড়ি বা পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন পরিবেশে উত্তরণে একটি উপযুক্ত ও সংবেদনশীল শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগী সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রেক্ষাপট ও প্রত্যাশার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া শিশুর জন্য একটি সহায়ক শিখন পরিবেশের অপরিহার্য অংশ হলো তার বিকাশ উপযোগী ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত (Developmentally & culturally appropriate) শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় এটিকে শিশুর জন্য বিকাশ উপযোগী ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করতে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতির সাথে শিশুর খাপ খাওয়ানোর বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। Early Learning and Development Standards (ELDS) কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেন শিশুর প্রতি সকলের প্রত্যাশা একটি সাধারণ মাত্রায় থাকে। এক্ষেত্রে শিশুর শিখনের সংগে সংগে বিকাশকে অধিকতর সচেতনতার সাথে লালন করার সুযোগ রাখা হয়েছে যেন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় প্রবেশের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সার্বিকভাবে শিশুকে প্রস্তুত করতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পর্যাপ্ত ও যথাযথ সমন্বয় যাতে শিশু এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণে শিখনের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধার সম্মুখীন না হয়। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয় ও ক্ষেত্রভিত্তিক অর্জনযোগ্য দক্ষতা যেমন ভাষা, শারীরবৃত্তীয়, গাণিতিক, সৃজনশীলতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদির সাথে প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহের সমন্বয় করে উলম্ব সম্প্রসারণ (Vertical expansion) করা

প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে যেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনযোগ্য দক্ষতার সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যত শিখনের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারেন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাবলীল উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

14. GKxfZ wk¶v weIqK wb‡`kbv

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বর্তমানে শিক্ষার নীতি নির্দেশনায় একীভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে আসছে। শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের উপর গবেষণালব্ধ জ্ঞান একীভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ার সুপারিশ করে। একীভূত শিক্ষায় সকল শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্নতাকে বিবেচনা করে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের যেমন উন্নয়ন হয় তেমনি সকল শিশুর অংশগ্রহণে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের সুফল পাওয়া যায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী লিঙ্গ, বয়স, আয়, পরিবার, সংস্কৃতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিভিন্নতা অনুযায়ী কোন শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে থাকার কথা না। জাতীয় অঙ্গীকারের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ, ঘোষণা ও নীতিমালা যেমন, সবার জন্য শিক্ষা, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৯০ প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন সময়ে একাত্মতা ঘোষণা করে।

শিশুর মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতিভিত্তিক, ভাষাগত, আবেগ-অনুভূতি ও বিশ্বাস বা অন্য কোনো বিভিন্নতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, ঘোষণা ও নীতিমালার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে একীভূত শিক্ষার একটি কর্মপরিকল্পনা ও পরিকাঠামো (Strategies and Action Plans for Inclusive Education) প্রণয়ন করেন। এই পরিকাঠামোতে একীভূত শিক্ষার চারটি ক্ষেত্রের চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. †RÛvi mgZv I mvg¨: নারী পুরুষ সমদর্শিতার বিষয়টিকে একটি সর্বব্যাপী (Cross-Cutting) ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
২. SwKM¯ wkï: যেসব শিশুরা নানা বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক, প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু।
৩. ¶` RwZmËvi wkï: বাংলাদেশের বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষি শিশুদের পাশাপাশি ৪০টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর শিশু রয়েছে। এসব শিশুর পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্মাচারসহ জীবণাচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও নৃ-ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে এরা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে অভিহিত হয়েছে।
৪. we‡kl Pwn`v m¤úb wkï: শিশুদের মানসিক ও শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাচনিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করে বিশেষ চাহিদার প্রকৃতি। আবার বিশেষ চাহিদার প্রকৃতি, তা পূরণের কৌশল এবং তা অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভর করে। শিখনের জন্য বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুরাই হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

14.1 †RÛvi mgZv (**Equality**) I mvg¨ (**Equity**):

'জেন্ডার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো নারী-পুরুষের সমদর্শিতা। অর্থাৎ নারী ও পুরুষকে সমাজ কীভাবে দেখে অথবা সমাজ নারী-পুরুষকে কীভাবে উপস্থাপন করে মূলত তাই-ই জেন্ডার। সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার বলতে বোঝায় :

- সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয় ;
- সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং
- সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র পাওয়া গেলেও উভয়ই একই জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠছে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গভেদের কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ, সম্পদ বা সুবিধা অথবা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য সৃষ্টি না হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো জেন্ডার সাম্য।

জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এর মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে জেন্ডার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেন্ডার সমতা ও সাম্যের প্রতিফলন শিক্ষাক্রমের আটটি শিখন ক্ষেত্রের প্রতিটিতে সর্বব্যাপী বিষয় হিসেবে (cross-cutting issue) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে যেন একই ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণিক সৌজন্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব গড়ে উঠে তার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. শিখন-শিখানো কৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে তা জেন্ডার নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ নির্বাচিতব্য কৌশলগুলো ছেলে বা মেয়ে শিশু - উভয়ের জন্য যেন যথাযথ হয়, কেউ যেন তার ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক বা মনো-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের কারণে নিজেকে অধস্তন বা উপেক্ষিত ভাবার সুযোগ না পায়।

খ. পরিকল্পিত যে কোনো তৎপরতা বা কাজ তা দলীয় জুটিবদ্ধ বা এককভাবে করা হোক না কেন তা যেন জেন্ডার-বান্ধব হয়। অর্থাৎ খেলা নির্বাচন, গল্প ও ছড়া নির্ধারণ ভূমিকাভিনয়ের বিষয়বস্তু চয়ন, শিশুতোষ ব্যায়াম, পাজ্‌ল্ বা কাজ পছন্দের সময় জেন্ডার-বান্ধবতার বিষয় বিবেচনায় রাখা।

গ. শিখন-শেখানো কৌশল অভিযোজন বা পরিকল্পিত তৎপরতা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় নানা রকমের শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে তা জেন্ডার বান্ধব করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

wkLb-†kLv‡bv mvgMx‡Z †RÛvi mgZv I mv‡g¨i cwZdjb : ছেলে বা মেয়ে শিশু উভয়ের কাছেই ওয়ার্ক বুক একটি অতি আদরনীয় পাঠ-উপকরণ। সে জন্য এটি যেন উভয়ের কাছেই সমভাবে গ্রহণীয় হয় তার জন্য প্রয়োজন একটি জেন্ডার-বান্ধব ওয়ার্ক বুক। একইভাবে নারী বা পুরুষ উভয় শিক্ষকের জন্য প্রণীতব্য শিক্ষক সহায়িকা একইভাবে গুরুত্বর্পূণ। ওয়ার্ক বুক এবং শিক্ষক-সহায়িকা জেন্ডার-বান্ধব করে সকল শিক্ষকের জন্য উপযোগী, সহায়ক ও স্বস্তিকর হতে হবে। এসব শিক্ষা-সামগ্রী জেন্ডার-বান্ধব করার জন্য নিচের প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

ক. বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রীতে ব্যবহৃত ভাষা হবে জেন্ডার নিরপেক্ষ। শিক্ষা সামগ্রীর ভাষায় পক্ষপাতমূলক কোন শব্দ, উদাহরণ বা উপমা ব্যবহার করা উচিত নয়।

খ. ওয়ার্ক বুকসহ অন্যান্য সামগ্রীর বিষয়বস্তু হবে জেন্ডার-নিরপেক্ষ। বিষয়বস্তু রচনা, উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় জেন্ডার সচেতন হতে হবে। নারী বা মেয়ে শিশুর মর্যাদা সমুন্নত রাখে এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানবোধ উজ্জীবিত করে এমন বিষয় শিক্ষা সামগ্রীতে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি।

গ. বিভিন্ন পাঠ্য সামগ্রীতে 'নাম' ব্যবহারের সময় যেন শুধু মেয়ে শিশু অথবা ছেলে শিশুর 'নাম' না আসে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'নাম' ব্যবহার সমতাভিত্তিক হলে তা সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে।

ঘ. শিক্ষা সামগ্রীতে ব্যবহৃতব্য আলোকচিত্র ও অলংকরণের মাধ্যমে যেন মেয়ে শিশু বা নারীকে হেয় না করা হয় বা পক্ষপাতমূলক চিত্রাবলি প্রতিফলিত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ যে কোনো চিত্রায়ন জেন্ডার নিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

wk¶vµg we¯Íi‡Y †RÛvi mgZv I mv‡g¨i cwZdjb: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ মূলত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের একটি অবহিতকরণ প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সূচনা পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই প্রশিক্ষণ পরিচালনের জন্য প্রয়োজন হয় একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল। ম্যানুয়ালটি অবশ্যই পূর্বে নির্দেশিত জেন্ডার-বান্ধব নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত হবে। তাছাড়া শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষক (শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ) যা উপস্থাপন করবেন সেখানে ব্যবহৃতব্য বিষয়বস্তু, উদাহরণ উপমা, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট আচরণ ও নীতিমালা ইত্যাদি জেন্ডার নিরপেক্ষ হওয়া অত্যাবশ্যক।

gj¨vq‡b †RÛvi mgZv I mv‡g¨i cwZdjb: মূল্যায়নে জেন্ডার সমতা ও সাম্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে মূল্যায়ন কৌশল ও পরিমাপক (টুলস) যেন জেন্ডার-নিরপেক্ষ হয় সে দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া শিখনফল পরিমাপে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে জেন্ডার সচেতনতার বাস্তবতা কী তার পরিমাণগত ও গুণগত মান নিরূপণের জন্য আগে থেকেই জেন্ডার সূচক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের মূল্যায়ন কৌশল জেন্ডার সমতা ও সাম্যতাভিত্তিক শিশু বিকাশে সহায়ক হবে।

we`¨vj‡q †RÛvi mgZv I mv‡g¨i cwZdjb: শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের একটি মাপকাঠি হলো জেন্ডার-বান্ধব বিদ্যালয়। স্কুলগুলো কতটুকু জেন্ডার-বান্ধব হিসেবে গড়ে উঠছে তা নির্ভর করে মা-বাবা/অভিভাবক, পরিবার ও সমাজের ওপর অর্থাৎ বৃহত্তর জনসমাজের জেন্ডার সচেতনতার ওপর। জেন্ডার-বান্ধব বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা হলো:

ক. বিদ্যালয় নিরাপদ কিনা: বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য, বিশেষ করে মেয়ে শিশুর সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং উদ্দীপনাময় পরিবেশ বিরাজ করছে;

খ. মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার ক্ষেত্রে যে সব বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করে যতদূর সম্ভব দূরীকরণের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে;

গ. গোটা বিদ্যালয়কে এমনভাবে আকষর্ণীয়ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, নিয়ম কানুন মেনে চলা, শিক্ষক, বিশেষ করে পুরুষ শিক্ষকদের সহায়ক-আচরণ, শিশু-বান্ধব পায়খানা ও চাপকল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যেন মেয়ে শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত হয় সে বিষয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;

ঘ. ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমঅংশ গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা খুঁজে বের করা এবং এ সব প্রতিবন্ধকতা অপসারণে অভিভাবক ও সমাজের সহায়তা নিশ্চিত করা;

ঙ. চাহিদার ভিত্তিতে ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য সাম্যতার নীতিতে সম্পদ বরাদ্দ করা ।

14.2 SwKM¯ wkï :

ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুরা 'বিশেষ পরিস্থিতির শিকার'। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসব শিশুরা পারিবারিকভাবেও ঝুঁকিগ্রস্থ। শিক্ষা বহির্ভূত থেকে যাওয়াই সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শিক্ষা-বহির্ভূত শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিশু রয়েছে যাদের সামগ্রিকভাবে সুবিধা-বঞ্চিত শিশু বা ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু বলা হয়। এ ধরনের শিশুরা হচ্ছে চরম দরিদ্র্যতার মধ্যে নিমজ্জিত শিশু, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রান্তিক শিশু, ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী শিশু, কর্মজীবী শিশু, জেলে আটক শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু, এইচআইভি আক্রান্ত শিশু, গোত্র বা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার এমন শিশু।

ভাষা, লিঙ্গ, পেশা, আয়, পরিবার, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র জাতিগত বৈচিত্র আঞ্চলিকতা বা দুর্গম এলাকায় অবস্থান করার কারণে কোনো শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত না করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান, উপযোগিতা এবং একই সাথে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা।

বাংলাদেশে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার আইনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদে (সিআরসি) স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এ সনদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। শুধু সুবিধা-বঞ্চিত

নয় বরং সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের প্রণয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষাদান করা, যাতে করে কোনো শিশু খ-িত মানসিকতায় বা খ-িত ধারণায় বিকশিত না হয়। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুকে শিক্ষায় অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

wk¶vµ‡g SwKcY wkï‡i cwZdjb: 'সবার জন্য শিক্ষা' - এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সব শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। সে আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে সমতার আবশ্যকতা অপরিহার্য এবং প্রণয়নকৃত শিক্ষাক্রমে সমতার বিষয়টি গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে এই শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আগত শিশুদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার জন্য বিশেষ নির্দেশনার সুপারিশ করা হয়েছে। ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি ও লেখাপড়া সম্বন্ধে অন্যান্য শিশুদের অভিন্ন ও ইতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

ক. শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনের সময় এমন সব কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন যেগুলো ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। এছাড়া কৌশলের মাধ্যমে এমন কোনো কাজ না করা যা ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের মনে আঘাত করে, তাদের হীনমন্যতায় ভোগায় বা মানসিক কষ্ট দেয়। পরিকল্পিত যে কোনো কাজ তা একক, জুটিবদ্ধ বা দলীয় হোক না কেন তা যেন ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু-বান্ধব হয়। পরিকল্পিত কাজের বিভিন্ন বিষয় যেমন: খেলা, গল্প, ছড়া নির্বাচন, ভূমিকাভিনয়ের বিষয়বস্তু চয়ন ইত্যাদি নির্ধারণে খুবই সচেতন হতে হবে।

খ. শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচন বা পরিকল্পিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নানা রকমের উপকরণ। শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে তা ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু বান্ধব করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

গ. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের বিষয়ে শিক্ষকসহ একাডেমিক সুপারভিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতন করা যেতে পারে, সেই সঙ্গে ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের জন্য যথাযথ শিখন পরিবেশ তৈরির বিষয়টি প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

14.3 ¶` RwZmËv

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ একটি দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ জনগণ বাঙ্গালি এবং তাদের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষাভাষি মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় ৪০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে ও সম্প্রীতি বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করছে। স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সর্বোপরি ভাষাগত বৈশিষ্টের সমন্বয়ে বহমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বলা হয়।

শিশুরা শেখে তার নিজের ভাষায়। যে ভাষায় তার নিজের দখল নেই সেই ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করা শিশুদের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা বাংলা। এ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে

শিক্ষার মাধ্যমও বাংলা। কিন্তু বাংলা একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুর জন্য দ্বিতীয় ভাষা। তাই এ সকল শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন যে ভাষায় তার নিজের দখল নেই সেই ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু তাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, এসকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাদের প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ভাষা। এজন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার এবং একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির হার বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি।

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ প্রতিটি শিশুর অধিকার। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' এছাড়াও ক্ষদ্রু জাতিসত্তার শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা পর্ব থেকে মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত ও যুতসই করার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করার সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম (Mother Tongue based Multi Llingual Education-MTbMLE) গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করে ধারাবাহিক ও সুব্যবস্থিতভাবে ২য় ভাষায় পরিচিত হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নতুন শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষার মজবুত ভিত্তি এবং নিজের প্রতি আস্থা তৈরি হবে। এই শক্তিশালী ভিত্তির উপর শিক্ষার্থীরা ২য় এবং আরো ভাষায় নিজেদের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এইভাবে এই শিক্ষার্থীরা জীবনব্যাপি বহুভাষায় শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করবে। বহু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রীতি ও আগ্রহ তৈরি হবে।

wk¶vµ‡g ¶` RwZmËvi cwZdjb: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুদের ৪ টি বিকাশের ক্ষেত্রকে ৮ টি শিখনক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রকে একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে একাধিক শিখনফলে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিখনফল হলো শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত দক্ষতা বা যোগ্যতার একক।

প্রতিটি শিখনক্ষেত্রকে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলে এমনভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখানো হয়েছে যেখানে শিশুদের উপর কোন কিছু চাপানো হয়নি। শিক্ষার্থীরা যাতে প্রথমে তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে শেখে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিখনফল প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্ব স্ব অঞ্চল এবং সংস্কৃতির উপর জোর দেয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিবেশের উপর যত্নশীল হতে পারে এবং তা চর্চা করে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে চিহ্নিত ৮টি শিখনক্ষেত্রের মধ্যে 'ভাষা ও যোগাযোগ' এবং 'প্রারম্ভিক-গণিত' ব্যতিত অন্যান্য ৬টি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থিরা সহ সকল শিক্ষার্থিরা নিজেদের পরিবার, পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং

স্থানিয়ভাবে প্রচলিত খেলা ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় জানবে এবং এর মাধ্যমে শিখনক্ষেত্রে উল্লিখিত শিখনফল অর্জন করবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় শিখনফল অর্জনের পাশাপাশি শিখনফলের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য শব্দগুলো প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় জানবে।

ÔgvZfvIv wfwËK eûfwIK wk¶vÕ Kvhµ‡g wkLb-†kLv‡bv †KŠkj: প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ভাষায় শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর ভাষা হবে মাতৃভাষা। শিক্ষক শিক্ষার্থিদের মাতৃভাষায় শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ওয়ার্ক বুক ও শিক্ষক সহায়িকা বাংলায় প্রণয়ন করা হলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের নিকট তা তাদের মাতৃভাষায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

wkLb †kLv‡bv mvgMx‡Z ¶` RwZmËv: ওয়ার্কবুক ও শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যথাযথ ইতিবাচক প্রতিফলন থাকে। ওয়ার্ক বুকের বিষয়বস্তু, পরিকল্পিত কাজ, চরিত্র চিত্রন এবং চিত্রাঙ্কনে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সুষম প্রতিফলন থাকতে হবে। বিষয়বস্তু চয়নের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু সহ সকল শিশুদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতির প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে রাখা যেতে পারে। চিত্রাঙ্কনে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক চরিত্র এবং ইতিবাচক চিত্র রাখা যেতে পারে। চিত্রের মধ্যে দিয়ে সঠিকভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের চেহারা, আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, পেশা ও প্রকৃতির প্রকাশ থাকতে পারে।

শিক্ষক সহায়িকায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা সংযোজন করা যেতে পারে। বিশেষত 'ভাষা ও যোগাযোগ' এবং 'প্রারম্ভিক-গণিত' শিখনক্ষেত্রে শিশুদের প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন এবং 'সংখ্যার ধারণা অর্জন' অর্জন উপযোগী যোগ্যতার শিখন শেখানো অভিজ্ঞতার বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা সংযোজন করা যেতে পারে।

wk¶vµg we¯ÍiY: শিক্ষাক্রম বিস্তরন এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের মূল বিষয়বস্তু, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কৌশল এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। শিক্ষাক্রম বিস্তরনের জন্য প্রণিতব্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে শিক্ষাক্রমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে যে সব সুপারিশ বা প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে তার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সহ কৌশলের উদাহরণ থাকা জরুরি। যে সকল শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক 'মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ÔgvZfvIv wfwËK eûfwIK wk¶vÕ Kvhµ‡gi ev¯Íevqb:

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রবেশের বিষয়ে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাসমূহের বিশেষ/নির্দিষ্ট কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে।

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সেই সব জাতিসত্তার ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ককে বহুভাষা শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।

- সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে 'মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ বজায় বাখতে হবে এবং তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- Dip in Ed সহ অন্যান্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে 'মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম বিষয় পৃথকভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা যে সব প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে সে সব বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষায় পারদর্শী বা উক্ত জাতিসত্তা থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, Regional Council - CHT, Hill District Council এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ

gj¨vqb: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মূল্যায়নের ভাষা হলো তাদের মাতৃভাষা। মূল্যায়ন হতে হবে শিখনফলের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে শিখনফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত উল্লেখযোগ্য শব্দগুলো বাংলাভাষায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করছে তা মূল্যায়ন করতে হবে তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের ২য় ভাষা, মাতৃভাষা নয়।

14.4 we‡kl Pwn`vm¤úb wkï:

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে এ দেশের সংবিধানে স্বীকৃত। প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের আইন ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ এবং শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের বহুবিধ বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন এ যাবৎ হয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে এখনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' অনুমোদন করে। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অঙ্গীকারের পাশাপাশি ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামনকায় ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত 'World Conference on Special Needs Education: Access and Quality' এর সাথেও বাংলাদেশ সরকার একাত্মতা ঘোষণা করে।

শিখনের জন্য বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুরাই হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। এসব শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোন বিশেষ দিকে যেমন, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রবণজনিত অসুবিধা থাকতে পারে যা বিশেষ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তার শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতধারার বিদ্যালয়ে g` l ga¨g পর্যায়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়।

we‡kl Pwn`v m¤úb wkï‡`i wel‡q wb‡`kbv:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও শিক্ষাক্রমের শিক্ষা ক্ষেত্র, শিখনফল একটি সাধারণ শিশুকে বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে তথাপি ওয়ার্ক বুক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষা উপকরণ, খেলার উপকরণ প্রণয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল শিশুর মাঝে সমতা রক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করার বিষয়ে এই নির্দেশনা।

বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহজভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে নিচের নির্দেশনাগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন :

- যদিও এ শিক্ষাক্রম একটি সাধারণ শিশুকে বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে তথাপি শিখন-শেখানো কার্যক্রম নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষকের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন শিশুর যদি শারীরিক চলনক্ষমতা বিকাশের অর্জনোপোযোগী যোগ্যতা হয়তো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটিকে অন্যান্য সাধারণ শিশুর মত সমানভাবে অর্জন করতে পারবে না তবে শিক্ষক অন্য শিখন ক্ষেত্রে যেমন, ধারাবাহিক গল্প তৈরি করা শ্রেণি কাজটিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম, শিখনফলের পরিকল্পিত কাজের সুষ্ঠু ব্যবহারের নির্দেশনা শিক্ষক নির্দেশনায় দিতে হবে।
- শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতি, শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ওয়ার্কবুকের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও চরিত্র চিত্রণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি শ্রেণির অন্যান্য শিশুদের সাথে সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি তৈরি হয় সে বিষয়ে লেখক, চিত্রকরদের সচেতন থাকতে হবে। ওয়ার্কবুকের মতো অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর ভাষা, উপস্থাপন, চিত্রের উপস্থাপনা ইতি বাচক হওয়া সমীচীন যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ সহজতর হয়। ওয়ার্কবুকে নেতিবাচক কোন ভাষা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। যারা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করবেন, ক্রয় করবেন তাদের ভেতর যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট থাকে।
- মূল্যায়নের ভিত্তি যেহেতু **Criterion referenced assessment** সুতরাং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মুল্যায়ন কৌশল বিশেষক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। এসব শিশুদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মুল্যায়ন কৌশল নির্বাচন করা যেতে পারে।

wk¶vµg ev¯Íevq‡bi wb‡`kbv: বিদ্যালয় একীভূত শিক্ষার পরিবেশ ও সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত বিষয় থেকে শুরু করে শ্রেণি কার্যক্রম, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কৌশল এমন হওয়া প্রয়োজন যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বিদ্যালয়ে সামাজিকীকরণ সহজ হয়। বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের দিক

নির্দেশনা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনদের যেমন, শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষক, এসএমসির সদস্য, মাতা পিতা, অভিভাবক, পরিবার, সমাজকে দিতে হবে ।

বিদ্যালয় পর্যায়ে সব ধরণের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুবান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন, শৌচাগার, খেলার মাঠ ব্যবহারসহ চলাচল করা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে ।

we‡kl Pwn`vm¤úb wkï‡`i wel‡q cvK-cv_wgK wk¶vi wk¶K cwk¶K‡`i cwk¶Y w`‡Z n‡e|

ক. যে সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব তাদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ প্রদান করতে হবে;

খ. এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম যথা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকা- যাতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে অংশ নিতে পারে এ জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

ঘ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যাতে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে ।

বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষার কাজে নিয়োজিত মূখ্য ব্যক্তি (Focal person), অভিভাবক, এসএমসি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তগণ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

gj¨vq‡bi mgZv: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে সমতা বিধানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল্যায়ন । বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় তবে এ সকল শিশুদের মূল স্রোতধারায় বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা দূরহ হয়ে পড়বে । বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যাতে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে অন্যান্য শিশুদের সাথে চালিয়ে যেতে পারে এজন্য শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতির সুযোগ রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দিতে হবে ।

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c~¯ÍK †evW (GbwmwUwe) cieZ©x‡Z GKxfZ wkÿvi mv‡_ mswkøó e¨w³-eM©‡`i wb‡q GKwU KwgwU MVb K‡i GKxfZ wkÿvi we¯ÍvwiZ wb‡`©kbv I cwiKíbv cÖYqb Ki‡e|

15. wbNÈ **(Glossary)**

16. MšcÄv/†idv‡iÝ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০০৮) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১০) অন্তর্বর্তীকালীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (২০০৭) জিপিপি ম্যানুয়াল, ব্র্যাক, মহাখালি, ঢাকা

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (১৯৯৯) শিক্ষিকা সহায়িকা: শিশু শ্রেণি, ব্র্যাক, মহাখালি, ঢাকা

প্ল্যান বাংলাদেশ (২০০৫) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, প্রি-স্কুল কার্যক্রম, ইসিসিডি কর্মসূচি, প্ল্যান বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা

প্ল্যান বাংলাদেশ (২০০৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, প্রি-স্কুল কার্যক্রম, ইসিসিডি কর্মসূচি, প্ল্যান বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (২০০৪) শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৭) পাড়াকর্মী সহায়িকা, পাড়াকর্মী মৌলিক প্রশিক্ষণ, শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

খালেদ, এস. (১৯৯০), নৈতিকতা ও আমরা, খাতুন, ক. শতপুষ্পা (পৃষ্ঠা ১৭৪-১৮২) ঢাকা: বাংলা একাডেমী

মাহমুদ, শ. ন. (১৯৯০), শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা, খাতুন, ক. শতপুষ্পা (পৃষ্ঠা ৭-১৪) ঢাকা: বাংলা একাডেমী

Curriculum Development Centre (2008). *Primary Education Curriculum*, Ministry of Education and Sports, Government of Nepal

Curriculum Development Division (2008). *Pre-primary Curriculum Framework*, Botswana: Ministry of Education.

Department of Education and Training (2008). *K - 10 Scope and Sequence*, Western Australia

Directorate of Primary Education (2007). *Approved Strategies and Action Plans: Gender, Special Needs Children's Education, Tribal Children's Education, Vulnerable Group Children's Education*, Access and Inclusive Education, PEDPII, Ministry of Primary and Mass Education, Bangladesh

Early Childhood Development Resource Centre (2008). *Curriculum & Syllabus: Pre-Primary*, Institute of Educational Development, BRAC University

Fiji Islands Ministry of Education (2008). *Na Noda Mataniciva: Kindergarten Curriculum Guidelines for the Fiji Islands*, Ministry of Education, National Heritage, Culture and Arts, Republic of the Fiji Islands

National Institute for Educational Development (2008). *Pre-primary Syllabus*, Namivia: Ministry of Education.

New Zealand Ministry of Education (1996). *Te Whariki: Early Childhood Curriculum*, Wellington: Learning Media

Pre-school Curriculum Evaluation Research Consortium (2008). *Effects of Pre-school Curriculum Programs on School Readiness*, Institute of Education Science, National Centre for Education Research, US Department of Education

Rich-Orloff, W. (2010). *Mainstreaming Pre-primary Education in Bangladesh: Bringing It Together*, Adding PPE into the PROG3 Arrangement, Final Report for Department for Primary Education, Ministry of Primary and Mass Education, Bangladesh

Save the Children - USA (Not dated). *Bringing Early Learning Best Practices to Children Everywhere*, SUCCEED Preschool Currculum Guide, Early Childhood Development Program, Save the Children - USA, Bangladesh

The Curriculum Development Council (2006). *Guide to the Pre-primary Curriculum*, Wan Chai, Hong Kong

Trawick-Smith, J. (2006). *Early Childhood Development: A multicultural perspective*, Prentice Hall

Victorian Curriculum and Assessment Authority (2008). *Analysis of Curriculum/Learning Frameworks for the Early Years (Birth to Age 8)*, Department of Education and Early Childhood Development, Victoria, Australia

Walsh, G., Sproule, Liz , McGuinness, Carol , Trew, Karen , Rafferty, Harry andSheehy, Noel (2006). 'An appropriate curriculum for 4-5-year-old children in Northern Ireland: comparing play-based and formal approaches', *Early Years*, *26: 2, 201 — 221* available at URL: http://dx.doi.org/10.1080/09575140600760003

Kelly, A.V. (2009). *The Curriculum: Theory and practice*. Los Angeles: SAGE.

McLachlan, C., Fleer, M., & Edwards, S. (2010). *Early Childhood Curriculum Planning,* Assessment*, and Implementation.* Cambridge: Cambridge University Press.

Null, J.W. (2008). 'Curriculum Development in Historical Perspective'. In Connelly et al., *The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction*, pp.478-490.

Rogoff, B. (2003). *The Cultural Nature of Human Development*. New York: Oxford University Press.

Rogoff, B. (1998). 'Cognition as a collaborative process'. In *Handbook of Child Psychology*, v-2 pp.679-744.

Sarker, P., & Deva., G. (2009). 'Exclusion of indigenous children from primary education in the Rajshahi Division of northwestern Bangladesh'. *International Journal of Inclusive Education*, 13(1):1-11.

Slattery, P. (2006). *Curriculum Development in the Postmodern Era*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Smith, A.B. (1993). 'Early Childhood Educare: Seeking a theoretical framework in Vygotsky's Work'. *International Journal of Early Years Education*, 1(1):47-62.

Tanner, D., & Tanner, L.N. (2007). *Curriculum Development: Theory into practice*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Wiles, J., & Bondy, J. (1998). *Curriculum Development A Guide to Practice*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

(List incomplete)

mswkøó KwgwUmgn